বন্দে মাতরম

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার-

সংকলিত।

পঞ্চম সংস্করণ

সিটী বুক সোসাইটী

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

১৯০৬

মূল্য ।৵৹ আনা। কাপড়ে বাঁধা ।।৵৹ আনা

কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অবসাদ দূরীভূত হয় না। জাতীয়-ভাব যথোচিত বল-বেগ লাভ করে না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্ত্তমান সঙ্গীত-গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় "বন্দে মাতরম্" প্রচার করিতেছেন। এ দেশের প্রসিদ্ধ কবিগণের উৎকৃষ্ট ও সজ্জন প্রশংসিত জাতীয়-কবিতা ও সঙ্গীতগুলির অধিকাংশ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ একখানি সঙ্গীত-সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার এ সময়ে এই মহৎ অভাবের পূরণে অগ্রসর হওয়া সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। অধিকতর স্বদেশ প্রেমে, তিনি এই পুস্তকখানি স্বদেশী কাগজেই মুদ্রিত করিয়াছেন। এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে "বন্দে মাতরম্" প্রচারিত হইল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ হইলে প্রকাশকের শ্রম সার্থক হইবে।

৭ই ভাদ্র,
কলিকাতা। — শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর

বন্দে মাতরম্

তিলকামোদ—ঝাঁপতাল

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং,

শস্যশ্যামলাং, মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে!

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং,

রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভৈরবী

অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধরণি!
জনক-জননী-জননি!

নীল-সিন্ধু-জল ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি !
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী ;
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা
পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য-বাহিনি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতৃমূর্ত্তি

(বিভাস—একতালা)

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন্ আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননি !

ওগো মা—

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে

সোনার মন্দিরে !

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,

বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ ;

দুই নয়নে স্নেহের হাসি

ললাট-নেত্র আগুন বরণ।

ওগো মা—

তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে—

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে

সোনার মন্দিরে !

তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে

লুকায় অশনি ;

তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে

রৌদ্র-বসনী !

ওগো মা—

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে

সোনার মন্দিরে !

বন্দে মাতরম্

যখন অনাদরে চাইনি মুখে
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা,
আছে ভাঙাঘরে একলা প'ড়ে
দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি ;
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি !

ওগো মা—
তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে !
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী ;
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে
হৃদয় হরণী !

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
বর পুত্রের তপ-অর্জ্জিত গৌরব-মণি-মালিনি ।
কোটি সন্তান আঁখি তর্পণ হৃদি আনন্দকারিণি !
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
যুগযুগান্ত তিমির অন্তে হাস, মা, কমল-বরণি !
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী ।
নবজীবনের পসরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী,
হাস, মা, কমল-বরণি !
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী ;
আবার তোমায় দেখিব, জননি, সুখে দশদিক্‌পালিনী !
অপমান ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পর করবালিনি !
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি !

—শ্রীমতী সরলা দেবী

মিশ্র বারোঁয়া—ঢিমে তেতালা

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী !
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ;
চুমি' পদধূলি বহে নদীগুলি,
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী !
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী !
কিসের দুঃখ, মা গো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে ;
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি ;
জান না আপনায় সন্তানশালিনী !

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

সোনার বাংলা

(বাউলের সুর)

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
(মরি হায় হায় রে)—
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি।
কি শোভা, কি ছায়া গো,
কি স্নেহ, কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত,
(মরি হায় হায় রে)—

মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি।
তোমার এই খেলাঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে,
(মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে,
(মরি হায় হায় রে)—
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল, তোমার চাষী।

ওমা, তোর চরণেতে,
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলো, সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ওমা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে,
(মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামপ্রসাদী সুর

তুই মা মোদের জগত-আলো!
সুখে দুখে হাসিমুখে
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো!

মা ব'লে, মা, ডাক্‌লে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি, মা, তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো!

ওই কোলে, মা, পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই না চাই ;
থাক্ না ওদের গৌরবরণ,
হলেমই বা আমরা কালো !

পরের পোষাক খুলে ফেলে,
ফির্‌লাম ঘরে ঘরের ছেলে ;
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশিষধারা আজি ঢালো !

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ইমন ভূপালী—চৌতাল

তুমি ত মা সেই, তুমি ত মা সেই চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা !
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব মহিমা !
তুমি ত মা আছ তেমতি পূজ্য, আমরাই শুধু হয়েছি তুচ্ছ ;
আপনার ঘরে হয়েছি মা পর ; জানি না কি পাপে এ তাপ সহি মা !
এখনও তোমার গগন সুনীল উজল তপন-তারকা-চন্দ্রে ;
এখনও তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্রে ;

এখনও ভেদি হিমাদ্রি-জঙ্ঘা, উছলি' যাইছে যমুনা গঙ্গা—
স্নেহসুধারাশি ঢালিয়া শতধা তোমার হৃদয়ে যাইছে বহি মা!
তুমি ত মা সেই 'সুজলা সুফলা';—এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে.
পুষ্প তোমার শ্যামল কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে,
তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব; আমরা দুঃখী, আমরা নিঃস্ব;
তুমি কি করিবে? তুমি ত মা সেই মহিমাগরিমাপুণ্যময়ী মা!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ইমন ভূপালী—একতালা

মন্দ কুসুম-গন্ধ-বহন পবন-হিল্লোলে,
গরিমাময়ী মা তোমারি যশোমালিকা দোলে,
যশোমালিকা গলে।
হরিদ্বার দূর বারিধি পরিধি আজিকে মিলায়ে তান,
গাহিছে তব কীর্ত্তিগীতি পূরিয়া দিশা বিমান;
(হবে) মঙ্গল তব হর্ষে, (মা গো) ধ্বনিত বর্ষে বর্ষে,
কত দীনহৃদি ক্ষীণ-গীতি-লহরী তুলিছে কল্লোলে।
উদার সিন্ধু মধুর ইন্দু প্রকৃতি-মহিমা-চঞ্চল,
নীলিমাম্বরে হিমশিখরে চল জলদলীলাঞ্চল,

(হেথা) সকলি উচ্চ সুমহান্ ;
(রবে) সন্তান কি মা হীন প্রাণ ?
(তা'রা) পন্থা চিনিয়া, এসেছে ফিরিয়া,
শান্ত কর তুলে' কোলে।
বিন্দু বিন্দু সলিলে সিন্ধু, অনন্তের ছায়া সে যে গো,
এই ক্ষুদ্র প্রাণী-সমুদ্র তুচ্ছ কভু নহে গো,—
(ও মা) তোমারি অতীত গর্ব্বে, (আজি) স্ফীতবুক সুতসর্ব্বে,
(মা গো) শোন ওই গান, উঠে তোরই নাম,
পৃথ্বী পূরিত সে রোলে !

—সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক

বাউল

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা !
আমি তোমার চরণ কর্‌বো শরণ,
আর কারো ধার ধার্‌বো না, মা !
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতন-রাশি ;
জানি গো তোর মূল্য জানি
পরের আদর কাড়্‌বো না, মা !
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা !

মানের আশে দেশ বিদেশে,
যে মরে সে মরুক্ ঘুরে ;
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
ভুলতে সে যে পার্‌বো না, মা !
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা !

ধনে মানে লোকের টানে,
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায় —
ও মা, ভয় যে জাগে শিয়র বাগে—
কারো কাছেই হার্‌বো না, মা !
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতৃ-স্তোত্র

নমো নমঃ জননী,
অশেষ-গুণ-ধারিণী।
নিত্য-সরসা, চিত্ত-হরষা,
রৌদ্র-কনক-বরণী।
শষ্প-শ্যামলা, কুন্দ-ধবলা,
অম্বু-মেখলা-ধারিণী।

নিত্য-নবীনা, চিত্ত-দ্রাবিণা,
সপ্তস্বর-সুভাষিণী।
তুঙ্গ-হৃদয়া, দিক্-বলয়া,
স্নিগ্ধ মলয়া-শ্বাসিনী।
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা, চন্দ্র-কুণ্ডলা,
অব্জ-বিলোল-লোকনী।
স্রোত-মধুরা, নীর-ক্ষীর-ধারা,
সন্তাপ-জরা-নাশিনী,
জ্যোৎস্না-মধুর-হাসিনী।
পল্লী-শোভনা, মল্লী-ভরণা,
দ্রুম-চামর-ধারিণী।
লোক-বন্দিতা, দেব-বন্দিতা,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী।
লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা,
অযুত-সুত-শালিনী।
কৃত্য-কুশলা, চিত্ত-বহুলা,
চিত্ত-বেদন-হারিণী,
জয়দে, জয়দায়িনী;
নমো নমঃ জননী।

—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী

সার্থক জন্ম

(ভৈরবী)

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালবেসে।

জানিনে তোর ধন রতন,
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে উঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।

আঁখি মেলে তোমার আলো,
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,—
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌ব নয়ন শেষে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশের মাটি

(বাউলের সুর)

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা !
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা।

তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার 'পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে।

তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা।

২

বন্দে মাতরম্

অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কি বা তোমায়
দিয়েছি মা !
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটান্থ দিন ঘরের মাঝে,
ওমা বৃথা আমায় শক্তি দিলে
শক্তিদাতা !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশের প্রতি

হে মোর স্বদেশ !

খুলিয়া দিয়াছ আজ আমাদের কল্যাণসম্পদ ;
তোমার কুটীরদ্বারে হেরিতেছি জ্যোতির্ম্ময় রথ ;
মিলিয়াছে বহুযাত্রী আত্মবলে পুষ্ট বলীয়ান,
সুখের হিতের শত উপায়নে পরিপূর্ণ-প্রাণ ;
তাঁদের নিশ্বাসে আজ দিগন্তে উড়িয়া গেছে
বাঙ্গালীর ধূলিময় বহুজীর্ণ বেশ !
নমি তোমা, হে বরেণ্য, হে মোর স্বদেশ !

যুগান্ত পবনে

দিগন্তে করাল মেঘ বিস্তারিছে অন্ধকার ছায়া ;
সংখ্যাতীত প্রেতযোনি প্রসারিছে শত ভীতি মায়া ;
চমকে দামিনীদীপ্তি শিহরিছে হৃদয় তরাসে,
উলঙ্গ কৃপাণ লয়ে ছিন্নমস্তা নাচিছে আকাশে ;
এ দুর্দ্দিনে হে স্বদেশ ! মঙ্গল ইঙ্গিতে তব,
যুগান্তের ভস্ম হ'তে কুটীরে অঙ্গনে,
হোমাগ্নি উঠেছে জ্বলি যুগান্ত পবনে !

আজ বাঙ্গালার

সাতকোটি হৃদয়ের স্নেহ প্রেম শতাব্দী-সঞ্চিত,
এক ধ্রুব কেন্দ্রমুখে ছুটিতেছে ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত ;—
প্রতি বঙ্গগৃহে বসি' অপ্রমত্ত নরনারীগণ,
হইতেছে আত্মদীপ, আত্মাশ্রয়ী, অনন্যশরণ ;—
ঘাতকের কর হ'তে স্খলিত হয়েছে যেই
শতঘৃণ্যতম স্বার্থে শাণিত কুঠার,
দেবতানির্ম্মাল্য তাহা আজ বাঙ্গালার !

জাগরণ গান

ফেণহাস্যে উঠিতেছে কোটিমুখে প্রশান্ত সাগরে,
সদ্যোজাগরণরক্ত এসিয়ার নয়নের পরে

ভাসিতেছে লক্ষ-আশা, কল্যাণের অগণিত ব্রত,
দীপ্তিমান হইতেছে লুপ্তপ্রায় শতমুক্তি পথ ;
দূর পূর্ব্বাকাশতীরে ঊষালোকে ধীরে ধীরে
খুলিয়াছে জীবনের আদর্শ মহান,
তাই আজি কোটিকণ্ঠে জাগরণ গান !

ওগো পৌরজন !
ভয় নাই—ভয় নাই—বিধাতার দুর্জ্ঞেয় বিধানে,
ভেঙ্গেছে মোদের ঘুম, দৈব-বাণী জাগিয়াছে প্রাণে ;
আজি হ'তে যার যাহা মুষ্টিমেয় রয়েছে সম্বল,
সবিনয়ে প্রাণপণে জননীরে দাও দূর্ব্বাদল ;
প্রাণদীপে আজি হ'তে রাখ উজলিয়া সবে
চির সৌম্যা জননীর গৃহের প্রাঙ্গণ,
ভয় নাই—ভয় নাই—ওগো পৌরজন !

আসিয়াছে বল ;
পূর্ব্বাকাশ রশ্মিপথে এ ঊষায় দেবকন্যাগণ,
চকিতে মোদের নেত্রে লেপিয়াছে নির্ম্মল অঞ্জন ;
আজ হেরিতেছি তাই—চারিদিকে, অন্তরে বাহিরে.
রাজার প্রাসাদশিরে দরিদ্রের বিজন কুটীরে,
অন্নপূর্ণা জননীর অভয় মঙ্গলরাশি

ধনধান্যে পরিপূর্ণ—প্রাঙ্গণ শ্যামল ;
প্রাণে প্রাণে তাই এত আসিয়াছে বল !

জননী আমার !
তব শিবতারা মূর্ত্তি প্রাণে প্রাণে উঠিয়াছে জাগি ;
কাঁদিছে কাঁদিছে আজি পুত্রকন্যা তব স্তন্য লাগি ;
তোমারি কুটীরদ্বারে ফিরিয়াছে সন্তান সকল,
হে মোর তাপসী দেবি ! বিছাইয়া শ্যামল অঞ্চল
মোদের লইয়া বুকে, প্রাণের ধমনী শত
পূর্ণ কর, পুষ্ট কর দিয়ে স্তন্যধার ;
হে অভয়া, হে শঙ্করি ! জননী আমার !
আজি হ'তে প্রাণপদ্ম তব পদে দিনু পুষ্পাঞ্জলি ;
তুমিই জননী ধাত্রী কাম্যপথে তুমিই সকলি।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

শরৎ

আজি কি তোমার মধুর-মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ,
ঝলিছে অমল শোভাতে !

পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে না ক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে !
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি,
শরৎকালের প্রভাতে !

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে !
অবসর আর নাহিক তোমায়,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে !

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরণী,

শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী !
স্থলে জলে আর গগনে গগনে,
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বার তলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী !
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী !

বহিছে প্রথম শিশির সমীর
ক্লান্ত-শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে !
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন,
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে !
ছুটেছে সমীর, আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে !

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়,
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !
ও পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায়, জননী সুধায়,
আয় তোরা সবে জুটিয়া !
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী,
জলধারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী !
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে,
দাঁড়ায়েছে মোর জননী !
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শারদ-গীতি

অয়ি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা,
জননী বঙ্গভূমি !
আজি শরত-সময় কি নব শোভায়
সাজিয়াছ, মাতা, তুমি !
তব প্রান্তর রাজি পূর্ণ মা, আজি
হরিৎ-লহরী-লীলা ;
তব চারিদিকে, মাতা, স্নেহের বারতা
তুমি চিরস্নেহশীলা।
দেবতার শুভ স্নেহ বরিষণ
সিক্ত করেছে ধরার আনন,
তাই অন্নে পূর্ণ বঙ্গ-ভবন,
উছলে হরষ কল ;
তব চিরক্ষুধাকুল সন্তানকুল
মুছেছে নয়ন-জল।
বুঝি কোজাগর গভীর নিশায়
ভক্তি আবেগে, প্রাণের ব্যথায়
কৃষিবধূকুল ডেকেছিল মা'য়
যুড়িয়া যুগল পাণি ;

স্বরগ-ভবনে শুনিয়া শ্রবণে
সে ক্ষীণ কাতর বাণী,
ইন্দিরা মাতা স্নেহে বিগলিতা
স্নিগ্ধ করুণা-ভরে—
মুষ্টি মুষ্টি স্বর্ণ বৃষ্টি
করেছিলা ধরা প'রে।
তাই শুষ্ক ধরণী শস্য-জননী,
উর্ব্বর ভূমিতল,
আজি তাই সুখময় কৃষক হৃদয়
বাহুতে দ্বিগুণ বল।
তব চির দীনহীন, অনশন-ক্ষীণ
সন্তান, মাতা, যা'রা—
চাহি তব মাঠ পানে ফুল্ল নয়নে
আশায় ভাসিছে তা'রা—
দেবের কৃপায় যদি ঘুচে যায়
চিরক্ষুধিতের ক্ষুধা;
যদি দেব-আশীর্ব্বাদ ঘুচায় বিষাদ,
ক্ষুধাতুর পায় সুধা।
তাই চির দীনদেশে উঠিছে, জননী,
মঙ্গল গীত ছাইয়া অবনী,

উছলিছে তাই হরষের ধ্বনি,
মঙ্গল কোলাহল।
এবার লাঙ্গলের ফালে উঠেছে কপালে
শুভ মঙ্গল ফল।
তব চির লাঞ্ছিত সন্তান যত
লাঞ্ছনা তব করিতেছে কত,
তবু স্নেহদান কর অবিরত
তুমি চির-স্নেহে ভাসি' ;
হৃদয় বিদারি' দাও হঁদি ভরি
শুভাশীষ, স্নেহরাশি।
তুমি সহিয়াছ কত সহিতেছ কত,
তবু স্নেহ কর দান ;
তুমি, চিরদিন মাতা স্নেহে বিগলিতা,
চির স্নেহাকুল প্রাণ।
আজি ক্ষুধিত আননে দিতেছ যতনে
জীবন-অন্ন, অয়ি !
তুমি চির-উর্ব্বরা, চির-স্নেহ-ভরা
চির শুভাশীষময়ী !

—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

নববর্ষের গান

হে ভারত, আজি তোমারি সভায়
শুন এ কবির গান !—
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান !
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ !
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ
তোমারে করিতে দান !
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে !
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা লুটে !

সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে !
রাজা তুমি নহ, হে মহা তাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয় !
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয় !
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো !
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয় !
দাও আমাদের অভয় মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব !
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব !
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া ল'ব !

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ

দাও সে মন্ত্র তব !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিরমাতা

তুমি যদি হ'তে ব্যর্থ মরুভূ ঊষর,
অথবা বিকট রুক্ষ কঠিন কঙ্কর,
হ'তে যদি আলোহীন তুহিনের দেশ,
নাহি যেথা শ্যামশোভা, গীত-গন্ধ লেশ,
হ'ত্তে যদি বর্ব্বরের বিহারের ভূমি,
তবু এই জীবনের তীর্থ হ'তে তুমি !
এই মত ভক্তিভরে প্রদোষে প্রভাতে
তোমার চরণধূলি লইতাম মাথে।
তোমার অতীত মোরে করেনি পাগল,
ভাবী-আশা করিছে না আমারে চঞ্চল ;
জন্মক্ষণে শিশু চিনে যেমন মাতায়,
আমিও তেমনি মা গো চিনেছি তোমায়।
আমি জানি ভাগ্য মোর তব সনে গাঁথা,
জন্ম-জন্মান্তর হতে অয়ি চিরমাতা !

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা

মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান!
হো'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!

রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হো'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হো'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হো'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হো'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় !

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয় !
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় !
হো'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় !

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফেরতা

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নামগান !
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !"
(হিন্দু গায়কগণ) হর হর হর জয় হিন্দুস্থান !
(পার্সি ঐ) দাদার হোরমজ্‌দ্ হিন্দুস্থান !
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান !
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান !

ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ !
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !"

(হিন্দু গায়কগণ) হরি হরি হরি জয় হিন্দুস্থান!
(ইসাই ঐ) জয় জীহোবা হিন্দুস্থান!
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান!
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান!

সকল জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম্ম-নিশান! ধর্ম্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(হিন্দু জৈন প্রভৃতি গায়কগণ) জয় জয় ব্রহ্মণ হিন্দুস্থান!
(শিখ ঐ) অলখ নিরঞ্জন হিন্দুস্থান!
(পার্সি ঐ) দাদার হোরমজ্‌দ্ হিন্দুস্থান!
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান!
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান!

—শ্রীমতী সরলা দেবী

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয় !
(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয় !
(বহুকণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয় !
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় !
লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময় !
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,
যতদিন, মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায় ;
সে সুখে ঘুমায়, কে জেগে ব্যথায় ?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয় ।
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর,
উঠ রাণী কাঙ্গালিনী দুঃখ হ'ল দূর ;
অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মা গো, জাগো জাগো ডাকে পুত্রচয় ।

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ভারতবর্ষের মানচিত্র

শিক্ষক । দেখ, বৎস ! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র ; আমা সবাকার

পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে জলে পালিত আমরা :
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।
(প্রণামানন্তর) অই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী-রেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব ! বলুন আমারে ?
নহে তুচ্ছ মসী-রেখা ; অই হিমাচল,
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা দানে,
পালিছেন সযতনে। অই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি আশ্রম সেথা, পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরী-শৃঙ্গ। দেখ বামদিকে,
অই বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস,
বসি যে আশ্রম মাঝে, রচিলা পুলকে
অমর ভারত-কথা। অবিদূরে তার

শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ, যুগ,
হইয়াছে পুণ্যভূমি ;—কর নমস্কার।

ছাত্র। অই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। অই পঞ্চনদ, বৎস ! এই পুণ্যভূমি,
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস ! অমর-ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন ;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র। অই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ সম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। অই বিন্ধ্যাচল বৎস! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারপূর্ণ। মহাপ্রাণ ঋষি,
অগস্ত্য আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে,
শোভিছে এ দেশ-মাঝে। এই বন-ভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনও বহেন সেথা। পবিত্র এ দেশ,
সীতারাম-পদ-স্পর্শে, কর নমস্কার।

ছাত্র। গুরুদেব! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে।

শিক্ষক। অই বঙ্গভূমি বৎস! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট আকারে হের, শোভে শিরোদেশে;

ধৌত করি পদতল বহেন জলধি ;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী জলে
"সুজলা," "সুফলা," "শ্যামা"। ভূষারূপে তার
হের ঐ নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্ক তনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে ! নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই, পতিতপাবনী
তারিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্ত্তিমতি দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ,
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ এই বর বৎস ! মাতৃসম যেন
পান পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

ছাত্র। বিশাল এ চিত্র দেব ! কৃপা করি তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে !

শিক্ষক। আছে শত শত, বৎস ! কি বর্ণিব আমি !
বর্ণিলে জীবন কাল না ফুরাবে তবু ;

রত্ন-প্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব আত্মা হিমাচল; পাদমূলে তার
দেখ শীর্ণকায়া অই বহিছে রোহিণী.
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তট-দেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে.
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া অই জাহ্নবীর কূলে.
শোভিতেছে বারাণসী; হরিশ্চন্দ্র যথা,
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়.
পালিলেন নিজ সত্য। দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা ধরি বুকে.
শোভিতেছে উজ্জয়িনী;—বিক্রমের পুরী;
বাজায়ে মধুর বীণা কালীদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস! দেশ দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের;—
নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী.
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ;

তেমতি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
সামান্য এ দেশ নয় ! বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্যবংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্যপথে
হও বৎস ! অগ্রসর। ভারতজননী
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

মিশ্র ভৈরবী—একতালা

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোণার ফসল,
সোণার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ ?

কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব—
বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বেহাগ—ঢিমে তেতালা

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি,
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে, মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দনকাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার, সুধার আধার,
স্বর্গ হ'তে সে যে মহা গরীয়ান্!
এ দেহ তোমার তারি মাটি হ'তে
হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে,
মাটি হ'য়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত,
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত,
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত
ভাবী কালে তব ভবিষ্যসন্তান।
কংস-কারাগারে দেবকীর মত,
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত,

মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান যেন সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।
(অপরিজ্ঞাত)

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

নব বৎসরে করিলাম পণ
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে
হে ভারত, ল'ব শিক্ষা!
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা!
নব বৎসরে করিলাম পণ
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা!

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র!
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়-রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র!
হে তাপস, তব পর্ণকুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র!
পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা!
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা!
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থি মজ্জা!
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা !
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা !
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতৃপূজা

জয় জয় জনমভূমি, জননি !
যাঁর স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ;
কীর্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী !

উজ্জ্বল-কাঞ্চন-হীরক-মুক্তা—
মণিময়-হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
শ্যামল-শস্য-পুষ্প-ফল-পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি !

সর্ব্ব-শৈল-জিত-হিমগিরি শৃঙ্গে,
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য্য বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞানখনি !

জননী, তুল্য তব কে মর জগতে ?
কোটিকণ্ঠে কহ, "জয় মা ! বরদে !"
দীর্ণ বক্ষ হ'তে, তপ্তরক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি !

—রজনীকান্ত সেন

হাম্বির—একতালা

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !
থেকো না থেকো না ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে !

অর্ঘ্য ভরিয়া আনি
ধর গো পূজার থালি,
রত্ন-প্রদীপ খানি
যতনে আন গো জ্বালি.
ভরি লয়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল ডালি.
মা'র আহ্বান-বাণী
রটাও ভুবন মাঝে !
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !

আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ছুটিছে !
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
তব সুগন্ধ ছুটিছে !
আজি উজ্জ্বল ভালে
তোল উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত তালে
গাও গম্ভীর গাথা,
পর মাল্য কপালে
নব পল্লব গাঁথা,

শুভ সুন্দর কালে
সাজ সাজ নব সাজে !
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্বোধন

পশ্চাতে তোমার দৈন্য আজি মা সন্তান সবে জেগেছে,
চেতনার নব অঞ্জন-রেখা লুপ্ত নয়নে লেগেছে !
চির পর দাস, টুটিয়াছে ফাঁস মাতৃচরণ ঘিরেছে,
তোমার উদার অঞ্চল-মাঝে স্নেহে জননী ! ফিরেছে।
ঘরে ঘরে আজি মহাপূজা তব, কীর্ত্তিত তব গরিমা,
ধন ধান্যের পূর্ণ পসরা ভাণ্ডার তব ভরি মা !
উত্থিত নিতি, বন্দন-গীতি—আট কোটি প্রাণ মোহিয়া,
বিধাতার শুভ আশীষ ঝরিছে শান্তি ধারা বহিয়া।
প্রেমডোরে তব দৃঢ় করি আজি রাখ বাঙ্গালীরে বাধি মা !
পদতলে দলি বিদেশী-বিলাস তব ব্রত যেন সাধি মা !
হউক মলিন, তবু. চিরদিন অভিমান-মদ ভুলিয়া,
তোমারি বসনে ঘুচাইব লাজ নতশিরে ল'ব তুলিয়া।

কর আশীর্ব্বাদ যুগযুগান্তরে এ কামনা র'ক্ বাচিয়া,
নাহি কাজ প্রাণে, আজীবন শুধু পরেরি প্রসাদ যাচিয়া ;
তোমারি কল্যাণ, নিশি দিনমান সাধনা মোদের হ'ক্ মা
তব পদরেণু সকল বাসনা পবিত্র করি' র'ক্ মা !

—গিরিজাকুমার বসু

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ !
বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই
করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান !
তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক গর্ব্ব, করি করযোড়,
ভরি ভিক্ষা ঝুলি !

পুণ্যহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে !
সেই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটী পাত,
কর স্নেহ দান,
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে মাতঃ,
কি দিবে সম্মান !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মায়ের প্রতি

তোমার বন্দিনী মূর্ত্তি ফুটিল যখন,
দীপ্ত দিবালোকে,
সহস্র ভা'য়ের প্রাণ উঠিল শিহরি,
ঘৃণা, লজ্জা, শোকে ।
পবিত্র বন্দনমন্ত্রে কম্পিত বাঙ্গালা
দূর আর্য্য-ভূমি !
মুক্তকণ্ঠে যুক্তকরে ডাকিছে তোমায়,
হে লজ্জাবারিণী— ।

সাধনার ধন তুমি ভারতবাসীর,—
সহস্র পীড়নে,
উপবাসে, অনশনে ভোলে নাই তোমা,
দুর্ব্বল সন্তানে।
দিব্য মন্ত্রে দিব্য স্নেহে দাও স্থান আজি
মন্দিরে তোমার ;
যায় যাক্ থাক প্রাণ, সে মন্ত্র শুনিয়া
জাগিব আবার—।
হিমাচল হ'তে দূর কুমারিকা পার
কাননে, প্রান্তরে,
নগরে নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীতে,
প্রাসাদে কুটীরে,
কোটি কোটি মৃত প্রাণ, হোমাগ্নির প্রায়
উঠুক জ্বলিয়া,
মা তোর তাপসী-মূর্ত্তি, পূজিবে সন্তান
হিয়া রক্ত দিয়া !

—শ্রীমতী কুসুমকুমারী দা[illegible]

মাতৃগৃহ

(বাউল)

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষাঝুলি দেখ্‌তে পেলে !
করেছি মাথা নীচু,
চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি করে, ফির্‌বো ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে
কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে যে ঘোর মিথ্যাকথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি
চরণে তোর দেব মেলে !
নেব গো মেগে পেতে,
যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ,
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র—কাওয়ালী

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মি উঠ-আদি-জগতজন-পূজ্যা।
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা,
পুন কমল-কনক-ধন ধান্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে,
বিংশতি কোটি নরনারী গো।
কাণ্ডারী নাহিক কমলা দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর কম্পন দর্শে।
তোমার অভয় পাদ-পর্শে, নব হর্ষে,
পুন চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ, পুন কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে।
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপপুঞ্জে
পুন বিমল কর ভারত পুণ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।

—অতুলপ্রসাদ সেন

জাগো জাগো

জাগো জাগো ভারত-মাতা !
চরণ-তলে তব অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।

অগণন জনগণ-ধাত্রি !
অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা
অনন্ত সম্পদ দাত্রি।

মঙ্গলযুত তব কীর্ত্তি ;
তব গুণ-গৌরব তব যশ-সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।

সুরজননি সুরপূজ্যে !
নিহত সুকৃতি তব হত সুখ গৌরব
দনুজ-দলিত নব রাজ্যে।

নবা জগত-ইতিহাসে
নগণ্য তুমি মা ! অগণ্য মহিমা
বিস্মৃত দেশ বিদেশে।

জাগো জাগো ভারত-মাতা !
চরণ-তলে তব রোদন-উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

উপনয়ন

আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে হোমানল
ভাল করি জ্বাল, ও গো তাপস মহান্ !
বাজাও তোমার শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
তারস্বরে কর উচ্চারণ অনর্গল
বীজমন্ত্র তব ! এসেছি আমরা আজ
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, বালবৃদ্ধ, যুবা নারী
তব ভক্তদল ;—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক, ব্রহ্মচারী
আজি হ'তে মোরা ; লভি নবজীবনের
দ্বিজত্ব নবীন ! শূদ্র বিপ্রে স্ত্রীপুরুষে,
দাও কণ্ঠে যজ্ঞ-উপবীত সকলের
নির্ব্বিচারে। আজি এই মঙ্গল-প্রত্যূষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হ'তে যজ্ঞানল লয়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হ'য়ে।

সু—

বন্দে মাতরম্

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার!

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোট খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার!

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার!

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার!

—শ্রীমতী কামিনী রায়

জয়জয়ন্তী

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ ;
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান !
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে ;
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন,
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবী, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিবা'তে তোমার যাতনা।
যদিও জননি ! যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটী সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান ?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্মভূমি

ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাশ ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধ'রে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥
স্বদেশের শাস্ত্র মতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

কত কাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে;
পর হাত দিয়ে, ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপ শিখা, নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
লুচি কাঞ্চন ভাজন, শোধ শিরে,
হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি-খাত খুড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
পুঁজি পাত নিলে লুটিয়ে লুটিয়ে
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।

মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে,
তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুঃখে।
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে,
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাদী হলে, পরমাদ রটে,
পরমাদ হরে হিতবোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে,
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক দুখ,
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।
নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে,
তুষিতে কুল শীল স্বধর্ম্ম দিলে।
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে,
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস ব'লে।
লভিয়ে বল বুদ্ধি, পরের বসে,
হত জীবন চা অহিফেণ চষে।
শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে,
উপযুক্ত হলো পর সেবা লেগে।
হলো চাকরি সার, যথায় তথায়,
অপমান সদায় কথায় কথায়।

শুনিবে বল কে, তব আপন কে,
পরদাস দশায় বধির সবে।
অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা,
সম সিন্ধু অপার, অগাধ ব্যথা।
কহিতে বুক চায়, দুভাগ হ'তে,
নয়নে উথলে জল-স্রোত শতে।
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষ মতে,
সহিতেছ নিরন্তর ঘাট পথে।
নিজ ছায়া পড়ে, পর কায়ে যদা,
রহ ভীতপদে পথপাশে সদা।
পড়িলে পর তুঙ্গ তুরঙ্গ মুখে,
হয় চাবুক চূর্ণ কপাল বুকে।
কি করে গুণ গ্রাম, সহস্র ফুটে,
শির না লুঠিলে রুটি নাহি ঘটে।
পরে ব্রহ্মবধে, তৃণ নাহি নড়ে,
তব ভ্রান্তি হ'লে ভূমিকম্প ধরে।
উলটে পৃথিবী, পরগা পরশে,
সুখ শান্তি লভে তব কায় রসে।
আজি যে টুকু মান, লভে কুকুরে,
ঘটে সে টুকু না তব বাসী নরে।

করি যেমন কাটিছ, রাত্রি দিবা,
জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা।
মন চায় কষায় কৌপীন পরি,
তব দুঃখ গেয়ে সব দেশ ঘুরি।
শিখিলে পর-শিক্ষিত জ্ঞান-যত,
কিছু না কিছু না শুধু বাক্য-গত।
মথিলে পর, দেশজ আদি রসে,
তনু আপনি জর্জর যার বিষে।
পরিণাম অসার, এ অল্প ঝুরী,
শুধু কীট, শরীর প্ররন্ধকরী।
বহুরাশি পদার্থ, বুকে রহিতে
কিছু আসিল না নিজ কাজ পথে।
পর হাতে প'ড়ে, উদরান্ন তরে,
মরিলে শুধু শব্দ মুখস্থ কোরে।
পদ পিচ্ছলি লো, তব জ্ঞান-পথে,
হলো কুৎসিত গা উপহাস শতে।
তব উন্নত মস্তক কাল গত,
হলো প্রস্তর পুত্তল পায়ে নত।
পর সাগর ভূ মথিছে অভয়ে,
তুমি মূর্চ্ছিত ভূত পিশাচ ভয়ে।

মিলি কার্য্য করে, পশু কীট বনে,
তব যুদ্ধ কচায়ন ভ্রাতৃগণে।
কত দেশ বসে, অবনি ভিতরে,
তব তুল্য তিরস্কৃত কে অপরে?
সব আত্মবশে, নিজ বাহু বলে,
সুখ ভোগ করে বসি শত্রুদলে।
তব নির্ভর নিত্য পরের করে,
অশনে বসনে গমনের তরে।
যদি দেয় পরে স্বরগের সুখে,
তবু শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুখে।
সুখ যে উপজে, অনধীন জনে,
পুছ রে পশুকীটবিহঙ্গগণে।
নিজ মাতৃদুধে পরিপুষ্ট জনে,
পর লালিত পায় কি পার রণে।
বন বর্ব্বরও স্ববসন্ত খুঁজে,
তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে।
বহিয়ে ঝড়, বাদল যায় চলে,
চির দুর্দ্দিন এ তব ভাল তলে।
তব আশ কিসে, তুমি নাশ ঘরে,
ক্ষয় এর করে নয় ওর করে।

অহ ! যেদিকে আঁখি পড়ে ফিরিতে,
নিরখে শুধু পঞ্জর চারিভিতে ।
সময়ের মুখচ্যুত, কীর্ত্তিজালে,
কহিছে তবু যা ছিল ভূতকালে ।
আজি শূন্য হিয়া, কত আর ধরে,
লুঠিলে শতবার রহে কি পরে ।
বিনিপীড়িত কে, কি নিপীড়ন রে,
শুধু খড়্গ নিপাত মড়া উপরে !
কি হবে চুষিয়ে, শুকনা নিরসে,
শ্রম সার বিড়ম্বন তৃষ্ণা বশে ।
ছিল রে সব কাল কৃপালু যবে,
কত দেশ বিভাতিল সে বিভবে ।
কত পদ্ম বিকাসিল এ সরসে
দিক পুরিল যার সুগন্ধ রসে ।
কত দীন ধনী হইলো পরশি,
মরু পুষ্পিল এই হলে করষি ।
ছিল অন্ধ যবে তম সন্তরণে,
তখনে রবি ভাতিল এ গগনে ।
পরকাশি সুনির্ম্মল অংশুগণে,
দিল চেতনা নিদ্রিত লোক মনে ।

ছিল বালদশায় স্বভাব যবে,
দিল আস্কৃতি জ্ঞান কথায় তবে।
উপহার লভে, সময়ের সবে,
চির কার কবে অধিকার ভবে!
ঘুচিয়ে সব প্লাবিত হীন প্রথা,
হ'লো সে গত গৌরব গল্প কথা।
কি হ'লো কি হ'লো, পুরবাসিজনে,
উন্মত্ত সুরা রসনে ব্যসনে।
মজি ভোগ বিলাসে বিহার বনে,
হত বুদ্ধি সামর্থ্য শরীর সনে।
হত রূপ যুবায় জরার মত,
নিরবীর্য্য বিশীর্ণ শরীর যত।
গত গৌরব সে রজপুত যশে,
শব রূপ সবে অহিফেণ রসে।
র'লো কাগজ সার ধনীর ঘরে,
সুদ বৃত্তি হ'লো দিনঃপাত তরে।
র'লো নাম বণিক্, ব্যবসায় বিনে,
নিরন্ন ঘরে পর পণ্য কিনে।
যত ক্ষত্রকুলে দরবান র'লো,
দ্বিজ পাচক ঘোটকবান হ'লো।

সব জ্ঞান র'লো পুথি পাত তলে,
হ'লো পল্লব-গ্রাহক বিজ্ঞদলে।
র'লো ধর্ম্ম কি, ভক্ষ্য অভক্ষ্য নিয়ে,
তমজালে বিকীর্ণ সুদীন হিয়ে।
যত মান র'লো হয় যান ঘরে,
অপমান হ'লো উষ্ণীষ শিরে।
সদ্‌ভাব প্রভাব কথায় র'লো,
যত উদ্যম লেখনি সার হ'লো।
পরি চীর কৃষাণ, পরের তরে,
উপবাস ঘরে তবু চাষ করে।
অলসে অবসে পর গ্রাস রসে,
ক্রমে দীন দশা দিবসে দিবসে।
খুইয়ে সব থাকিল জাতি লয়ে,
ক্ষয়িতে সকলে শত ভাগ হয়ে।
পর পাদ বিলেহীর জাতি কিসে,
শুধু বন্ধন-শৃঙ্খল চারি দিশে।
হয় লাজ মনে, গত আর্য্য সনে,
গণিতে যত এ সব হীন জনে।
ছিল যে কিছু কে, পরভীতি করে
চিনিতে কিছু নাহিক চিহ্ন ধরে।

যত দেখিছ এই শরীর গণে,
বহিছে শুধু আকৃতি প্রাণ বিনে।
চলিছে যদিও, কহিতেছে কথা,
তড়িতের বলে মৃত ভেক যথা।
ছি! ছি! আজি এ কুৎসিত বেশ প'রে
কি সুখে সকলে ঘুম যাও ঘরে।
ধর প্রীতি মনে, যদি দেশ বলে,
ভাস রে সকলে ভাস অশ্রুজলে।
ত্যজ রে ত্যজ আত্ম সুখের কথা,
ত্যজ আমোদ ভোগ বিলাস বৃথা।
পর কষ্ট-বিভূতি, শরীর গণে,
চল চৌদিক সাধন আহরণে।
গত কালের যাবত পাপফলে
ধোও আজি সবে নয়নের জলে।
থুইয়ে নিজ দেশ, মলিন মুখে,
ভজনায় কি পৌরুষ স্বার্থ সুখে।
পরিবেষ্টিত শাবক সঙ্গিগণে,
পশুও প্রতিপালন পায় বনে।
পশু সঙ্গে চরে, নর ভূমিতলে,
শুধু উন্নত এক মহত্ব বলে।

যদি মানুষ, মানুষ নাহি হ'লে,
ফল লাভ কি মানুষ নাম নিলে।
নরলক্ষণহীন, নরাঙ্গ ধরি,
কি হবে তনু-ভার বয়ে বিচরি।
যদি কারু হতে কিছু নাহি হবে,
কর জীবন ধারণে ক্ষান্ত সবে।
ডুবি যাক্ জলে, তব বাস যথা,
ভুলি যাক্ সবে তব নাম কথা।
কভু যেন কেহ নাহি পায় কবে,
খুঁজি ভারত নামক দেশ ভবে।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল

মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন-মুখ কেমনে নেহারি!
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি!

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বৃথা আশা ভরে
চাহিছে মুখ পরে ?
সে যে আমার জননী রে !

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে !

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি !
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ
কে বসে' সাজাইয়া অন্ন ?
সে স্নেহ-উপহার,
রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নট-বেহাগ—পোস্তা

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা !
সোনার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা ।
কুঞ্জে কুঞ্জে যার কোকিল-কণ্ঠে খেলিত সুধা-তরঙ্গে,
সে কবি-নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমানা ।
বীর-রাগমদে যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক্-রাগ, শ্রবণে শুনি না !

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

কাফি

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে !
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে !
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভাণে !
তুমি ত দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি,
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবী-বারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী :—
এরা কি দেবে তোরে কিছু না কিছু না,
মিথ্যা কহে শুধু হীন পরাণে !
মনের বেদনা রাখ, মা, মনে,
নয়ন-বারি নিবার নয়নে,
মুখ লুকাও, মা, ধূলিশয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্য পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি,
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননি,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যমুনালহরী

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা।
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে! ও।

১

কত কত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।

২

যুগ-যুগ-বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল-বুদ্বুদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।

৩

কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি মরম পরশে কথা,
ভত সে ভারত-গাথা ও।

৪

তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শবনীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে ও।

৫

শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৬

তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৭

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৮

এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম বিরহ-আঁখি-নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ,
এ তব সৈকত পুলিনে ও।

৯

এ তনু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব রঙ্গে,
প্লাবিতো চিত সুখ-উৎসে ও।

১০

সে তুমি সে শশী, ধীর অনিল সে,
তবু সব মগন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

১১

যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজবালা ও।
আকুল প্রাণে, তব তট-পানে,
ধাইত রব-সন্ধানে ও।

১২

বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ-সমাগমে, পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও।

১৩

সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিল শেষ ও।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হলো পরিণত শত কাহিনী ও।

১৪

কভু শত ধারে, এ উভ পারে,
পাঠান্ আফ্গান মোগল ও।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও।

১৫

অহো! কি কু দিবসে, গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুটি নিল যা ছিল সার ও।

১৬

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল-অর্গল পাতে ও।
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও।

১৭

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

১৮

সে দিন হইতে, তব তট-গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও।

১৯

এ পয়-পারে, কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

২০

কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও।
নগর-প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে,
চিরযুগ সম্ভোগ আশে ও।

২১

উপহসি সর্ব্বে, মানব-গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঙ্গে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।

২২

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে,
গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা,
সে গত যৌবন রেখা ও।

২৩

এর অলিন্দে, সুন্দরী বৃন্দে,
মোগল নরপতি কেশরী ও।
বসি ও মর্ম্মরে, উল্লাস অন্তরে,
তৌলিত মোহন রূপে ও।

২৪

কভু এ গবাক্ষে, কৌতুক চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও।

২৫

এ ঘর-মাঝে, নারী সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌসর ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারি,
কাফর-কণ্ঠ-বিদারী ও।

২৬

কৈ ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হলো কি নিবারিত,
নিস্ত্রপ মনুজ পিপাসা ও।

২৭

যে গৃহ-পাশে, কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি-পদ বিক্ষেপে ও।
সে ভব ভবনে, কত শত অধমে,
পূরিছে মূত্র পুরীষে ও।

২৮

সে ঘর মধ্যে, সুরভি-সম্বন্ধে,
সম্মোহিত চিত কালে ও।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
পূতি-গন্ধ-বিকীরণ ও।

২৯

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হরি এক কালে,
ঢাকিল লূতা-জালে ও।

৩০

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও।
যার স্বরূপে, দিকদিক হইতে,
কর্ষে মনুজ সমাজে ও।

৩১

কত নর-পঞ্জরে, নির্ম্মিল ইহারে,
শোষি শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

৩২

অহো! কত কাল, রবে এ জীবিত,
তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যঞ্জিতে মন অভিলাষে ও।

৩৩

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে,
পরিমিত সুর পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ দেশে,
আকাশে শুধু বায়ু ও।

৩৪

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন স্বপন প্রভাতে ও।
তনু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

রাগিণী—প্রভাতী

একি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে,
কে তারে উদ্ধার করিবে !
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে !
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়ো না বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে !
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান,
লাজে নত-শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,

অভয় মন্ত্রে মুক্ত হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না !
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাট-কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না !
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য-ভবনে,
কি সৌরভ-সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ-গান উঠিত গগনে,
কি প্রতিভা-জ্যোতি জ্বলিত !
ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান,
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত !
আজি কি হয়েছে, চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান,
যদিও হয়েছি পতিত !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—একতালা

দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন্!
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুসি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না ক আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!

আজ্ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্।
ছুঁচ্ সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

—মনোমোহন বসু

জয়জয়ন্তি—একতালা

মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমার!
মলিন হেরিতে মা গো পারি না যে আর!
কেন মা আজি নীরব, বীণার কাকলী তব,
কেন বা পড়িয়া বীণা আছে একধার?
নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি কবি কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পরভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীনভাবে ঝঙ্কারিয়া আর!

তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার?
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে,
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,—
পরাধীন হা বিধাতঃ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে;
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা-ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?
রে কাল! পূরিবি কি রে পুন নব-রসে
রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসারে

চেতাইবি মৃত-কল্পে? পুন কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ভারত সঙ্গীত

(মোগলেরা মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করিলে পর, মাধবাচার্য্য নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে বীরত্ব ও উৎসাহবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া নিম্নের সঙ্গীতটী লিখিত হইয়াছে।)

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি ;
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কি বা সুসজ্জিত, কি বা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।
মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেথা আজন্ম পূজিতা
চির বীর্য্যবতী, বীর-প্রসবিতা,
অনন্তযৌবনা যুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগত উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়

আরব্য, মিসর, পারস্থ, তুরকী,
তাতার তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

বাজ রে শিঙ্গা বাজ-এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।”

এই কথা বলি, মুখে শিঙ্গা তুলি,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী,
গাহিতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
“বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?

জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা !

ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্মঅভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রুকরতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার !

হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার।

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজো-ধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্ব-পিতৃগণ,
যখন তাঁহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাঁহারা কজন ছিল ?

আবার-যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তাঁরা জয়ডঙ্কাতুলে,

যমুনা, কাবেরী নর্ম্মদা পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাঁহারা কজন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

তবে ভিন্ন জাতি শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপে ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?

সকলি ত আছে সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা!

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!—
আর কি ভারত সজীব আছে?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,

ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !”

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে—

“এখন(ও) জাগিয়া ওঠ্ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকরসম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক’রে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর্ রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্র-শিখা ধরে,
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও !

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও !

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সেদিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না হবে না,—খোল্ তরবার ;
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গরসে হও রে উন্মাদ, --

বন্দে মাতরম্

তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।
কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুঠাও !
অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল !
বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে !"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সিন্ধু—কাওয়ালী

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না !
এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা !
এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে মিছে যশ ল'য়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা।

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা !
এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিন্ধু

(তবু) পারি নে সঁপিতে প্রাণ!
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।
আপনারে শুধু বড় ব'লে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী ধরা করি সরা জ্ঞান।
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভায়ে ভায়ে করি রণ;
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি রাখিবার নাহি স্থান।
(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান!
(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান!
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা যেও না পরের দ্বার;
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার!

দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু,
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও,
প্রাণ আগে কর দান !

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুলাঙ্গার

"আর্য্য !" আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর ! এ নাম কেন ধ্বনিলে আবার ?
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলিছে, হায় !
"সুশীতল জল" কাণে কেন কহ তার ?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার ?

*　　*　　*

ইতিহাসে ?—অবিশ্বাস !
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !
তব ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্য্যালয়,
আমরা সে বীর্য্যবান আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্রসূর্য্যবংশে, এই জোনাকী-সঞ্চার ?

না, না,—এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে,
কুরুক্ষেত্র মহারণ,
হ'ল যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
একটী * ভয়ে কম্পিত হৃদয় !

ছিল যেই—পুণ্যভূমি ;
অনন্ত-ঐশ্বর্য্য-খনি,—প্রাচুর্য্য-ভাণ্ডার ;
যাহার মলয়ানিলে,
যাহার জাহ্নবী-জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার !

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত ;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;
তাহাদের বীর্য্যবল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনুঃ, কক্ষে তরবার,
আমাদের—অশ্রুজল, ভিক্ষা-পাত্র সার !

কি দোষে না জানি, হায় !
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল.
তেজোহীন. বীর্য্যহীন.
ততোধিক পরাধীন ;
আমাদের—হায় ! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল !

সৃষ্টিকর্ত্তা !—বল নাথ !—
সর্ব্ব-শক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবনঘায়,
উঠিতে পড়িতে, হায় !
এই ক্ষুদ্র বালিরাশি করিলে সৃজন,—
আর্য্যবংশে কুলাঙ্গার—কলঙ্ক অর্পণ ?

বিদরে হৃদয়, নাথ !
বল, হায়, কি মঙ্গল করিলে সাধন ?
তীব্র আর্য্য-বংশ-রবি,
বাল্মীকি কল্পনা-ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ ?
এই গ্রাসমুক্ত, নাথ ! হবে কি কখন ?

হায়! যেই আর্য্যনাম
আছিল জগৎপূজ্য ;—আছিল অচল,
অটল হিমাদ্রি-সম,
সিন্ধু জিনি' পরাক্রম,
আজি সে বাতাস-ভরে করে টলমল,
আজি সেই নাম ওই পদ্মপত্রে জল !

—নবীনচন্দ্র সেন

হায় মা

হায়! মা ভারতভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
পরাণে বধিতে হায়! মধুমক্ষিকারে ?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার ;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
হইতে না রঙ্গ-ভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার !
আফ্রিকার মরুভূমি সুইস্ পাষাণ
হ'তে যদি, তবে মাতঃ! তোমার সন্তান
হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর ;

হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার ।
ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত ; হ'ত বক্ষ বীর্য্যের আধার ।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
সজীব-পুরুষ-রত্নে, দিগ্ দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্য্যে হ'ত বিভাসিত ;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর !

* * * *

নবীনচন্দ্র সেন

জন্মভূমি

শ্যামল-শস্য ভরা !
(চির) শান্তি-বিরাজিত পুণ্যময়ী ;
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত ।
ধূর্জ্জটী-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রিমণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত সরসিজ-রঞ্জিত ।
রাম যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,

অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীরপ্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।
সামগান-রত আর্য্য-তপোধন,
শান্তি সুখান্বিত কোটি তপোবন,
রোগ শোক দুঃখ পাপ-বিমোচন।
ওই সুদূরে সে নীর-নিধি,—
যার, তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি!

—রজনীকান্ত সেন

কালচক্র

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া,—
উন্নত গগন-পরে, ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া
মানবে দেখায়ে পথ, চ'লেছে তড়িতবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।
হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি, দেখ রে মানব-জাতি
ছুটেছে তা'দের সনে, আনন্দ উৎসাহ-মনে,
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।

চ'লেছে চাহিয়া দেখ, বোদ্ধা যোদ্ধা এক এক,
কাল-পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।
জলধি, পৃথিবী, মেরু, প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।
চ'লেছে বুধ-মণ্ডলী নরে করে কুতূহলী,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, ছিঁড়িয়া আনিছে তারা,
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞান-ডোরে বাঁধিয়া।
আকাশ-পাতাল-গত পঞ্চভূত আদি যত
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া।
দেবতা অসুরগণ ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।
সরস্বতী কুতূহলা, সাহিত্য-দর্শন-কলা,
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া।
কমলা অজস্র ধারে ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে,
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।
কবিকুল কোলাহলে, মুখে জয়ধ্বনি বলে,
উন্নতি-তরঙ্গ-সঙ্গে, ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,
স্বজাতি-সাহস-কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।
অই দেখ অগ্রে তার, পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসী-জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

অস্থির বাসনানলে—স্থাপিতে অবনীতলে,
সমাজ-শৃঙ্খলামালা নব সূত্রে গাঁথিয়া।
চ'লেছে রে দেখ চেয়ে শত বাহু প্রসারিয়ে
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া,
আমেরিকা-বাসীগণ, নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি উপকূল লৌহজালে বাধিয়া।
অই শোন্ ঘোর নাদে, পূরাতে মনের সাধে,
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।
বিনতা-নন্দন-সম, ধ'রে নিজ পরাক্রম,
দেখ্‌রে আসিছে রুষ বসুমতী গ্রাসিয়া!
ইতালি উতলা হ'য়ে স্ব-কিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ্ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।
বিস্তারিয়া তেজোরাশি, দেখ্‌রে বৃটনবাসী,
আচ্ছন্ন ক'রেছে ধরা, মরু দ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।
প্রকাশি অসীম বল শাসিছে জলধিতল,
শিরে কোহিনূর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া;
তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া!—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি!— শোভে কি নক্ষত্র-ভাতি,
উন্নত গগন পরে ধরাতল ভাতিয়া।

ছিল সাধ বড় মনে, ভারত(ও) ওদেরি সনে,
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া ;
আবার উজ্জ্বল হ'বে, নব প্রজ্জ্বলিত ভবে,
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া !
জন্মিবে পুরুষগণ বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত-নাম ক্ষিতি-পৃষ্ঠে আঁকিয়া।
সে আশা হইল দূর, নীরব ভারতপুর,
একজন(ও) কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া !
এ ক্ষিতিমণ্ডল-মাঝ, আর্য্য কি রে নাহি আজ,
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।
সে সাধ ঘুচেছে হায় !
আয় মা জননি আয় ! লয়ে তোর মৃতকায়,
মিটাই মনের সাধ প্রেম মনে কাঁদিয়া !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝিঁঝিট—একতালা

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক,

হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক,
মুখ তুলে আজি চাহ রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা ব'লে' ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ,
ন ঃ কে কলহ, না থাকে বিবাদ,

ঘুচে অপমান জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

বীণা

বাজ্‌রে গম্ভীরে বীণা একবার,
ভারতের জয় কর্ রে ঘোষণা;
জলদ-নির্ঘোষে উঠাও ঝঙ্কার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার!

ওরে তন্ত্রী, রাখ, প্রেম-গুঞ্জরণ,
বিরহের গান গেও না এখন।
মৃত-সঞ্জীবনী-সঙ্গীত উঠাও,
জাগাও, নিদ্রিত ভারতে জাগাও,
সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অম্বর,
কাঁপাও জলধি, পর্ব্বত-কন্দর,
কর মৃতদেহে শোণিত সঞ্চার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার!

মা'র এ দুর্দ্দশা দেখা নাহি যায়।
সকলই জাগিল, উঠিয়া বসিল,
মহিমার তাজ মাথায় পরিল,
ভারত কি তবে,—প্রাণ ফেটে যায়—
ভারত কি তবে রহিবে নিদ্রায় ?
ভারত কি তবে লুঠাবে ধূলায় ?
ধ্বনিত করিয়া কানন কান্তার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

বাজ ঘোর রবে ঘন ঘন বীণ,
গাও, চিরদিন রবে না কুদিন !
হে ভারতবাসি, হে আর্য্যতনয়,
চেয়ে দেখ, প্রাচী আজ প্রভাময় !
নিদ্রা পরিহরি উঠ ত্বরা করি,
পোহাইল তব কাল বিভাবরী ;
এই কি সময় নীরব থাকার ?
ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার !

ঘরে ঘরে যাও, আর্য্যগুণ গাও,
ভারত-সঙ্গীতে দিগন্ত ডুবাও,

আর্য্যহৃদিরূপ শুষ্ক সরোবরে
আশার তরঙ্গ আবার উঠাও,
গর্জ্জে সিংহ যথা বীর অবতার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

*   *   *

সুধায় সুধারা ঢেল না রে আর,
তা'তে জাগিবে না জননী আমার !
'মেঘ মল্লারের' নহে রে সময়,
'বসন্ত' 'হিন্দোলে' তোষে না হৃদয়।
জ্বলন্ত 'দীপক' ধরিয়া এখনি,
জ্বাল, চারিভিতে উৎসাহ-অনল,—
মৃত ভারতের হেম মূর্ত্তিখানি,
সে অনলে পুড়ি কর্ রে উজ্জ্বল !
সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
আলস্য, জড়তা দৈত্য দুরাচার !
সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
বিলাসি বাঙ্গালী আর্য্যকুলাঙ্গার !
সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
—স্মৃতি বিরচিত সহস্র বর্ষের—
ভারতেতিহাস যন্ত্রণার সার !

ছাড়ি অন্যালাপ বাজ্ একবার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার!

ভারত-খাণ্ডবে সবে মিলে আজ,
উৎসাহ-অনল প্রজ্জ্বলিত কর;
সে অগ্নিকুণ্ডেতে করিয়া বিরাজ,
স্নিগ্ধ কর সবে দগ্ধ কলেবর।
সে অনল-শিখা করিয়া গর্জ্জন,
হিমাদ্রির চূড়া পরশিবে যবে,
সে অনল-শিখা ভারত-সাগরে,
বাড়বাগ্নি যবে বর্দ্ধিত করিবে,
সে অনল যবে তর্জ্জন করিয়া
আনন্দে করিবে ব্যোম-আলিঙ্গন,
দেখিও রে তাহা নীরবে বসিয়া
রোম দগ্ধ নীরো দেখিল যেমন!
কিন্তু যতদিন মায়ের এ দশা,
এ মহীমণ্ডলে কি সুখ তোমার?
ত্যজি নিদ্রা, ত্যজি তুচ্ছ সুখ-আশা,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার!

—দীনেশচরণ বসু

ভারত-ভিক্ষা

(যুবরাজের কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে রচিত)

* * *

পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার,
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার,
গিরিশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার—
আমি কি একাই পড়িয়া র'ব ?
কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ ওরে বিধি বল্ রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হ'ব !
হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্যশালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।

মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ,
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক-স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ নিকেতন,
রাখিলা মহীতে— কলঙ্ক-মণ্ডিত,
কাশী, গয়াক্ষেত্র, নিতান্ত ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল !
"হায় পানিপথ, দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হ'লি নে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর তোর সুখ-নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হ'লি—কেন রে রহিলি
জাগাতে ঘৃণিত ভারত-নাম ?
নিবিছে দেউটী বারাণসী তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ,
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ ?
অরে অগ্রবন, সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?

নাহি কি সলিল, রে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপসৃত এ কলঙ্করাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে।
"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন,
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায়?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে!

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গভীর নিশীথে

গভীর রজনী! ডুবেছে ধরণী,
জাগ রে জাগ রে, সাধের লেখনী!
প্রাণ-প্রিয় ভাই ভারত-সন্তান!
জাগ রে সকলে, শোন্ করি গান।
ভারতের গতি, ভারত-নিয়তি,
ভেবে আজ কেন, উথলিল প্রাণ!

* * * *

কার কথা ভাবি, কোন্ দিক দেখি,
সব অন্ধকার যে দিকে নিরখি!
কোটি কোটি লোক অজ্ঞান আঁধারে
চিরমগ্ন, যেন আছে কারাগারে;
দারিদ্র্য ভাবনা, অসহ্য যাতনা,
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে,
নির্ব্বাক্ হইয়া কাঁদে পরস্পরে!

অভদ্র কি ভদ্র লোক শত শত
অনাহারে শীর্ণ দেখি অবিরত;
না যেতে যৌবন তাদের নয়নে,
বিষাদ নিরাশা দেখি এক সনে—
দারিদ্র্য-যাঁতায় প্রাণ পিষে যায়,
চূর্ণ আশা যত কঠোর ঘর্ষণে;—
সে মুখ ভাবিলে ঘুমাই কেমনে?

কাজ কি ঘুমায়ে থাকি জাগরণে,
কাজ কি বিশ্রামে খাটি প্রাণপণে।
এ ঘোর দুর্দ্দশা ঘুমালে কি যায়?
বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ুক্ ধরায়,
তিল তিল ক'রে আয় যাই মরে;

বল বুদ্ধি মন মিলিয়া সবায়,
আয় ধ'রে দিই ভারতের পায় !

উৎসাহেতে পুড়ে, মরিব অকালে,
তাও যদি হয়, হোক্ রে কপালে !
বুঝিয়াছি বেশ, দিতে হবে প্রাণ,
তবে রে জাগিবে ভারত-সন্তান !
আয় জন কত ধারি এই ব্রত,
খাটিয়া জীবন করি অবসান,
তবে যদি জাগে ভারত-সন্তান !

আয় রে বোম্বাই ! আয় রে মান্দ্রাজ !
বৃথা গণ্ডগোলে নাহি কোন কাজ,
ভারতের তোরা অমূল্য রতন,
আয় সবে মিলে করি জাগরণ ;
মিলে পরস্পরে, দেশের উদ্ধারে
আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ,
দেখি রে দুর্দ্দশা না যায় কেমন !

ভাই মহারাষ্ট্র ! তোমার কপালে,
পৌরুষের আভা আছে চিরকালে।

দাঁড়াও আসিয়া কাছে একবার,
মুখ দেখে আশা বাড়ুক আমার;
সাহসের কথা, শুনে যাক্ ব্যথা,
প্রিয় ভারতের হোক্ রে উদ্ধার:
জয় মহারাষ্ট্র, জয় রে তোমার!

আয় রাজপুত, আয় প্রিয় শিক্,
জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ সকলি অলীক;
ভারত-রুধির সবার শরীরে,
ভাই বলে নিতে তবে শঙ্কা কি রে!
আয় ভাই বলে দিব প্রাণ খুলে,
ভাই হ'য়ে রব তোদের মন্দিরে;
করো না রে ঘৃণা ভীরু বাঙ্গালীরে!

পাইয়াছি শিক্ষা, পেয়েছি ত মান,
তোরা ভাই সব আছিস্ অজ্ঞান।
তা বলে ভেব না, করিব মমতা,
আর বলিব না সুশিক্ষার কথা,—
তোদের যে গতি আমারো সে গতি,
তোদিকে ফেলিয়া চাই না সভ্যতা
সবে এক হয়ে থাকিব সর্ব্বথা!

শেষে ডেকে বলি, ওরে শুন ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই।
দেশের দুর্দ্দশা দেখ্ হলো ঢের,
তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের।
সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে,
—পুতে রাখ্ কথা মস্লেম্, কাফের—
বল শুধু—"মোরা প্রিয় ভারতের!"

ভারতের তোরা, তোদের আমরা,
আয় পূর্ণ হলো আনন্দের ভরা!
সবে এক দশা তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা, শোভে না যে আর!
মিলি ভাই ভাই, জয়ধ্বনি গাই,
ঘুষিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,—
"আমাদের মাতা বাঁচিল আবার!"

—শিবনাথ শাস্ত্রী

উৎসর্গ

অরুণ উদিল, জাগিল অবনী ;
জাগিল ভারত দুঃখিনী জননী ;
উঠ মা জননি ! উঠ মা জননি !
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি !
ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে,
উঠ গো উঠ গো প্রিয় জন্মভূমি !
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার,
কিসের বিষাদ, কি অভাব তার ?
ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে,
আর ঘুমাইও না ভারত-জননি !

তনু পুলকিত ; ভুত ভবিষ্যৎ
হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ।
দেখে বর্ত্তমান সকলেই ম্লান,
কিন্তু আমি দেখি নূতন জগৎ।
বর্ত্তমান পারে দেখি দুই ধারে
অপরূপ দৃশ্য ; দেখি শত শত—
ভারতের প্রজা, ভারত-সন্তান.

ওই উচ্চরবে করিতেছে গান।
বিশ কোটি লোকে, হেথা মগ্ন শোকে,
তাদের আনন্দ দেখি অবিরত।

ওই যে বাল্মীকি, ওই কালিদাস,
ওই ভবভূতি, ওই বেদব্যাস!
ওই যে শঙ্কর বুদ্ধির সাগর,
তর্কযুদ্ধে যাঁর নাস্তিকের ত্রাস!
আরো শত শত নাম করি কত,
ভারত-আকাশে সদা সুপ্রকাশ!
নাচ্ রে লেখনি, জাগ্ রে হৃদয়,
আজ শত সূর্য্য প্রাণেতে উদয়!
উর গো ভারতি; ভাল ক'রে সতি,
ভারত-সৌভাগ্য করিব প্রকাশ!

* * * *

উঠ গো দুর্ব্বল শিশুদের মাতা,
ভাবনা কি তোর বিশ কোটি সুতা?
বারেক উঠিয়া নয়ন মুছিয়া,
ভূত ভবিষ্যতে, যে সব জনতা—
নিজ পুত্র বলে' দেখাও সকলে;
দুটী রত্ন ল'য়ে কর্ণিলিয়া মাতা
করে অহঙ্কার, তুমি গো জননি!

রত্নগর্ভা নিজে, এত রত্নমণি
সকলি তোমার, তবে অহঙ্কার,
কেন না করিবে হ'য়ে হর্ষযুতা ?

*   *   *   *

চাই না সভ্যতা, চাষা হ'য়ে থাকি,
দেও ধর্ম্মধন প্রাণে পুরে রাখি !
হায় জন্মভূমি ! পুণ্য-ভূমি তুমি,
দেও পুণ্যবারি দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে, খ্যাত এ সংসারে,
আন সে বিশ্বাস তাই ল'য়ে থাকি।
সভ্যতা সভ্যতা ক'রে লোকে ধায়,
কই তাতে সুখ ? মরীচিকা প্রায়—
প্রতিপদে দূরে, ওই যায় সরে,
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি !

দেখে অধীনতা ঘোর কাল-রাতি,
সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি ;
যাহা কিছু ছিল, সকলি হরিল,
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি !
সভ্যতার নামে, আসি আর্য্যধামে
নর-শত্রু যত, করিছে ডাকাতি !

যাক্ এ সভ্যতা দেও সে বিশ্বাস,
দেও সে নির্ম্মল হৃদয়-আকাশ ;
দেও সে বৈরাগ্য, ভারত-সৌভাগ্য,
আমি পুনরায় ধর্ম্ম ল'য়ে মাতি !

যার আছে ভাষা, দিক্ সে রসনা ;
কবি যদি থাকে দিক্ সে কল্পনা ;
শিবরাত্রি মত, থাক্ অবিরত,
জ্বালায়ে শলিতা ব'সে যত জনা।
হবে না কথাতে, কেবল লেখাতে,
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত-সন্তান তবে বলি তারে ;
নতুবা লিখিতে, অথবা বলিতে,
আমিও তো পারি তাতে কি বলো না !

* * * *

ও রে পতিব্রতা বিধবা হইয়ে,
যে রূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,—
আয় সে প্রকার, থাকি শুদ্ধাচার,
মৃত-স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে, তবে রে উল্লাসে,
নাচিব গাহিব সকলে মিলিয়ে !

যত দিন নাহি সেই দিন আসে,
থাক্ অমানিশি ভারত-আকাশে ;
আশার-শলিতা, রাবণের চিতা,
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে !

—শিবনাথ শাস্ত্রী

খাম্বাজ লক্ষ্ণৌঠুংরি

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না !
অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনী,
হও "বীর-জায়া, বীর-প্রসবিনী।"
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণ-গাথা, বিক্রম-কাহিনী,
স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী ;
বীর-গর্ব্বে তার নাচুক্ ধমনী।
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এ জগতে যদি বাঁচিবি

ওরে অক্ষম, ওরে দুর্ব্বল,
বীর-বিক্রম কর সম্বল
যদি জীবন ধারণে বাসনা।
ওরে অধম, চপল, ঘৃণ্য,
নিজ সংযম-বল ভিন্ন
কহ, আছে কি অন্য সাধনা?
বিপদে অভয়, জীবনে বিজয়
কোথা কে বা আর যাচিবি?
সাধনার পর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

ছিছি, মিথ্যা গরিমা গাহিয়া,
নিজে আত্মমহিমা কহিয়া,
হইবি শ্রেষ্ঠ ভবে কি?
ওরে ফুৎকারে কি রে হীনতা?
তেজ ধিক্কারে নিজ নীচতা;
গুরু বচন-দম্ভে হবে কি?
হইতে উচ্চ শুধু কি তুচ্ছ
বচন গুচ্ছ রচিবি?
কর্ম্মের পর নির্ভর কর্,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

সহি চরণ-দলন, ধীরতা ?
করি বেদনে রোদন, বীরতা ?
কাজ কি রে ভীরু, বড়াইয়ে ?
সহে ভীষণ তাড়ন, মানুষে ?
হ'লে পাষাণ পীড়ন, সানু সে
দেয় অগ্নির কণা ছড়ায়ে।
মায়ের আশিস্ লভিতে পারিস্
শূর সম যদি রাজিবি।
মায়ের উপর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

কেন বনে বনে বৃথা ক্রন্দন ?
বাধ, প্রাণে প্রাণে প্রীতি-বন্ধন
যদি জীবন লভিতে বাসনা।
সবে লভি বল, বাধা ঠেলিয়া,—
চল্ কাজে চল্ কথা ফেলিয়া
করি বিধির করুণা যাচনা।
লভিবে অমর অক্ষয় বর,
ভাই ভাই যদি সাজিবি।
বিধির উপর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

এস অক্ষম, এস ঘৃণ্য,
এস অধম, অবশ, খিন্ন,
এস শূরবীর সহ সকলে।
এস মাতার চরণে নমিয়া,
এস ধাতার করুণা ধ্বনিয়া,
এস সাধনার বলে সদলে।
পূত সংযমে বীর-বিক্রমে
অতুল কীর্ত্তি রচিবি।
ধর্ম্মের পর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বাউল

তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে,
তা ব্বলে ভাবনা করা চল্‌বে না
তোর আশা-লতা পড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয় ত রে ফল ফল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

বন্দে মাতরম্

আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলে কি রইবি থেমে !
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
হয় ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

শুনে তোমার মুখের বাণী,
আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,—
তবু, হয় ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

বদ্ধ দুয়ার দেখ্‌বি বলে,
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে ?
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
হয়ত দুয়ার টল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহ্বান

ওই শোন্ ওই শোন্ সকরুণ
মায়ের আহ্বান ;
আয় ছুটে আয়, আছিস্ কোথায়
অযুত সন্তান !
কে এখনো বসি' করে ছেলেখেলা,
আলসে বিলাসে কে কাটায় বেলা,
বিবাদে বিষাদে লাঞ্ছে অবমানে
কে বা ম্রিয়মাণ ?
ওই শোন্ ওই শোন্
মায়ের আহ্বান !
জননীর দুখে কাঁদে না কি আজ
কাহারো পরাণ ?
কে মুছাবে মা'র নয়নের জল,
কে মায়ের মুখ করিবে উজ্জ্বল,
কে সাধিতে চাহে প্রাণপণ করি
মায়ের কল্যাণ !
ওই শোন্ ওই শোন্
মায়ের আহ্বান।

—রমণীমোহন ঘোষ

প্রভাত

আবৃত নভ নিবিড় ঘনে
ভুবন ঘন আঁধারে,
গরজে গুরু অশনি ভীম নিনাদে।
জাগিয়া ক্ষীণ কিরণ-কণা
কাঁপে আঁধার মাঝারে,
হরষ যেন জাগে অসীম বিষাদে!
জলদ ভেঙে অরুণ রেঙে উঠিছে;
জগততীরে প্রভাত ধীরে ফুটিছে।

জাগ রে আজি বঙ্গবাসী—
তামসী নিশি অতীত;
কিরণ-রেখা দিতেছে দেখা পূরবে
রবে না নভে এ ঘন ঘটা—
হেরিবে রবি উদিত;
গাহিবে গীত বিহগ কত সুরবে।
দীপ্তিভরা আননে ধরা রাজিবে।
আবার মহী নয়ন মোহি সাজিবে।

জাগ রে জাগ বঙ্গবাসী—
প্রভাত আসি উদিছে!
জলদ ভেদি ভাতিছে নীল গগন রে!
গৌরবেতে সৌরকরে—
আশার কলি ফুটিছে,
সৌরভেতে মোহিয়া বন পবন রে।
হেরি, পুলকে ধরা আলোকে রঞ্জিত,
বঙ্গময় গাহ রে জয়-সঙ্গীত।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

সুপ্রভাত

হয়েছে রে শেষ নিবিড়-তিমির-পুঞ্জিত,
ঝঞ্ঝামুখর, ক্ষুব্ধ, সুচির যামিনী;
হের মেঘমালা—সুদূর অরুণ রঞ্জিত,
স্তব্ধ ঝটিকা, লুপ্ত আকাশে দামিনী।
এখনি কাননে উঠিবে বিহগসঙ্গীত,
কুসুমগন্ধ আসিবে মন্দ পবনে;
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

একটিও তারা ছিল না বিশাল অম্বরে,
ক্ষীণ আলোরেখা পড়ে নাই আসি ভূতলে ;
প্রহর গ'ণেছ জাগিয়া সভয় অন্তরে
আকাশের পানে চাহিয়া, বসিয়া বিরলে।
ভয় সংশয় হোক্ তবে সব অন্ত রে,
হের শুকতারা উদিত পূর্ব্ব গগনে ;
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

ওই আসে উষা—আনন অনবগুণ্ঠিত,
মধুরহাস্থে বিকাশি শান্ত মহিমা ;
হেম-অঞ্চল চরণকমলে লুণ্ঠিত,—
তিমির, প্রান্তে দীপ্ত আশার প্রতিমা।
এখনো কে আছে সুপ্ত, কে আছে কুণ্ঠিত ?
উঠ উঠ, বলি ডাক, ভাই, ডাক স্বজনে,
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

ওগো উঠ, উঠ, ছিঁড়ি এস মোহবন্ধন,
ভাই ভাই মিলি দাঁড়াও আসিয়া বাহিরে ;
কেন রে নিরাশা, কেন রে বিফল ক্রন্দন,
দুঃখ-রজনী নাহি বাকি, আর নাহি রে।

আনন্দে লয়ে সুগন্ধি ফুলচন্দন
অঞ্জলি সবে দাও জননীর চরণে ;
ওরে আশাহত, ওরে ভীত, নাই রজনী
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।
—রমণীমোহন ঘোষ

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তু'লে নে রে ভাই !
দীন দুখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সূতার সঙ্গে,
মায়ের অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা এম্‌নি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই, দুঃখী মায়ের ঘরে,
তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বেচে কাচ সাবান, মোজা,
কি'নে কল্লি ঘর বোঝাই।

আয় রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌বো, ভাই !
পরের জিনিস কিন্‌বো না,
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

—রজনীকান্ত সেন

সঙ্কীর্ত্তন

তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত।
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চেলে কাজ নাই,
সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্ সে সোনা মোদের
মায়ের ক্ষেতের ধান ;
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান !
মিহি কাপড় পর্‌বো না আর
যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড়
প'র্‌লে কেমন সাজে ;
দ্যাখ্ তো প'র্‌লে কেমন সাজে !

ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতি,
আজ্‌কে সুপ্রভাত।
ক'সে লাঙ্গল ধর, ভাই রে,
ক'সে চালাও তাঁত ;
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত।
—রজনীকান্ত সেন

বাউল

আপনি অবশ হ'লি, তবে
বল দিবি তুই কারে !
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া—
ভেঙ্গে পড়িস্ না রে !

করিস্ নে লাজ, করিস্ নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়,—
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি যারে।

বাহির যদি হ'লি পথে,
ফিরিস্‌নে আর কোন মতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চানেস্ বারে বারে।

নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ ক'রে
বাহির হয়ে যা রে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হবেই হবে

(বাউলের সুর)

নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে ;
যদি পণ ক'রে থাকিস্,
সে পণ তোমার রবেই রবে
ওরে মন হবেই হবে।

পাষাণ সমান আছে পড়ে,
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন—
তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে।

সময় হলো সময় হলো,
যে যার আপন বোঝা তোলো,
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে।

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে,
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে,
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে!
ওরে মন হবেই হবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিভাস—কাওয়ালী

যাব না, আর যাব না ভিক্ষা নিতে পরের দো'রে;
আছে যা অশন বসন, তাই খাব তাই থাক্‌ব প'রে।
স্তন্যদুগ্ধ-ধারা তোমার ব্রহ্মপুত্র গঙ্গানদী,
ওরি মিষ্টরসে পুষ্ট মোদের তনু নিরবধি;
(সেই) সুধা ফেলে ক্ষুধায় মরি প'ড়ে মিছে ধাঁধার ঘোরে।

দাও গো গাছের বাকল তুলে, তাই পরিব হাসিমুখে,
মোরা দুঃখী মোরা সুখী ওমা তোমার দুখে সুখে।
পরের বসন প'রে এখন, লাজ ঢাকিতে লজ্জা করে।
তোমার ভাঁড়ার শূন্য নহে, অন্নপূর্ণা বিশ্বরমা !
(তবু) ঝুলি কাঁধে বেড়াই কেঁদে, জাত্ গেল—
পেট্ ভরিল না।
মান বাচাতে মনের ভুলে অপমানে যাচ্ছি ম'রে।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বাউল

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দে না !
ওরে, মানের তরে প্রাণটি দিবার
এমন সুযোগ আর হ'বে না।
যখন দুদিন আগে, দুদিন পরে
তফাৎ মাত্র এই ;—
তখন অমূল্য এই মানব জনম
বৃথা দিতে নেই,—
ওরে ক্ষ্যাপা !

মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দে রে মায়ের তরে ;
অমর জীবন পাবি রে ভাই,
জগৎ মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্, লিখ্‌বে যখন
পরকালের খাতা ;
তখন, তোরই দানে হবে আলো
বইএর প্রথম পাতা,—
ওরে ক্ষ্যাপা !

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাউল

যদি তোর ভাবনা থাকে
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না !
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা।

যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে :
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো
সবায় করবি কানা।

যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন,
করিস্ ভারী বোঝা আপন ;
তবে তুই সইতে কভু পার্‌বি নে রে,
বিষম পথের টানা।

যদি তোর আপন হ'তে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল তর্ক ক'রে সকল কথা
কর্‌বি নানা খানা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৌরী মধ্যমান

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করো না করো না তার অপমান !

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী,
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি,—
করো না করো না তার অপমান !

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্ত্তমান !
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?—
করো না করো না তার অপমান !

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,—
করো না করো না তার অপমান !

আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান !
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,—
করো না করো না তার অপমান !

— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উৎসাহ-অনল

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল !
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল ।

কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল!
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল!
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল!
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী-যমুনা-বারি আজো নিরমল।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীনবল?
উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয় নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল।
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

একা

(বাউলের সুর)

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে !
একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে !
যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয় ;
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা
একলা বল রে !
যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা,
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে
একলা দল রে !

যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে !
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে !
একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধিক্ষণ

এতদিনে—এতদিনে বুঝেছে বাঙ্গালি
দেহে তার আজো আছে প্রাণ !
জগতের পূজ্য যাঁরা, তাঁহাদেরি মাঝে,
আশা হয় পাব মোরা স্থান !

যে খুসী টিট্‌কারী দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ !

পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্দরে বাহিরে,
দেশহিতে বিলাস বর্জ্জন ;
বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া,
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ ।
যেথা যে বাঙ্গালি আছে,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙ্গালি,
মনে হয়, আর মোরা র'ব না কাঙ্গালি ।

ভগবান ! হীনবলে তুমিই দিয়েছ,
এ অপূর্ব্ব নূতন জীবন !
লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছি ;
শক্তি দাও রাখিব সে পণ ।
নব স্রোত, বঙ্গভূমে,
তোমার নিদেশে নেমে,
সর্ব্বপ্রাণ করেছে সজীব ;
হে বরদ ! শুভঙ্কর ! হে সুন্দর ! শিব !

তুমি দাও বুঝাইয়া নিন্দুকে, কুটিলে,—
"বাঙ্গালিও জন্মেছে মানব ;
কার' চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙ্গালির দাবী,
বৃথা সে করে না কলরব ;
মঙ্গল বিধান যত,
স্বদেশের সেবা-ব্রত,
আজ সে মাথায় লবে তুলে,
মূঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে

উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে,
মনুষ্যত্ব-মহত্বের পথ,
চিরধন্য সে পথে কণ্টক দিতে পারে,—
এমন জন্মে না দাসখত ;
চুক্তির বেতন পাও,—
সর্ব্বমত কাজ দাও ;
যে প্রভু অধিক করে আশ,
বলো তারে—কর্ম্মচারী নহে ক্রীতদাস !

অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব—দেশহিত-ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হও নত !

এ কথা না ভুলে রও—
"তুমি শুধু তুমি নও—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন।"

বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার,
কুল-প্লাবি' আসে যে জোয়ার ;
তাহার তুলনা নাই ; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার !
সে জোয়ার এসেছে রে,
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন !
বাঙ্গালি পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।
পবিত্র কর্ত্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে,
মরেও রাখিতে হবে পণ !
রাজ্যপণে পাশা খেলি' পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দুরাজগণ !
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতেক লাঞ্ছনা সয়ে,
সংজ্ঞা যদি এসেছে আবার,—
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া, শীঘ্র লও কার্য্যভার।

এ দিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি হে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা ;—
আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়,
শত দিকে পাবে শত ব্যথা ;—
শত্রু মিত্রে দিলে গালি,
লেপিবে চরিত্রে কালি,—
পঙ্কে ফেলি' দলিবে দু'পায়ে ;
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।

জাতিত্ব গৌরব যাবে অঙ্কুরে মরিয়া,
ঝরিবে রে আধ-ফোটা ফুল ;
ভগবান ! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু ! মোরা হয়েছি ব্যাকুল !
দুর্ব্বলের বল-তুমি !
দীনের শরণ-ভূমি !
আশ্রয় লইনু তব পায়,
লজ্জা নিবারণ সখা ! হও হে সহায়।

সুবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে ;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।

আত্মতেজে করি' ভর—
কর্ম্মে হও অগ্রসর!
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ';
বঙ্গ-ইতিহাসে আজি এল স্বর্ণ-যুগ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

খাম্বাজ

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমন শক্তিমান্!
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান—
তোমাদের এম্‌নি অভিমান!

চিরদিন টান্‌বে পিছে,
চিরদিন রাখ্‌বে নীচে
এত বল নাই রে তোমার —
স'বে না সেই টান!

শাসনে যতই ঘেরো,
আছে বল দুর্ব্বলেরো,
হও না যতই বড় --
আছেন ভগবান !

আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচ্‌বি নে রে ;
বোঝা তোর ভারি হলেই—
ডুব্‌বে তরীখান !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভয়

(ভূপালী—একতালা)

আমি ভয় কর্‌ব না, ভয় কর্‌ব না।
দু'বেলা মরার আগে
মর্‌ব না ভাই মর্‌ব না !

তরিখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধর্‌ব না।

শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের 'পরে পড়্‌ব না।

ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সর্‌ব না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নারীর পণ

কে কি আনিয়াছ, বল গো ভগিনী,
জননীর পদে করিতে দান ?
কে কি মন্ত্রে আজ হইবে দীক্ষিতা,
কে কি বীরগাথা করিবে গান ?

তোমাদের ভেরী ভারতে বাজিলে,
ভৈরব-নিনাদে প্রতিধ্বনি হবে ;
তোমাদের মুখে বীর-কথা শুনে,
পতি, পুত্র, ভ্রাতা প্রমত্ত হবে।

দেবোদ্দেশে যারা দিত ভাসাইয়া,
স্নেহের প্রতিমা সাগর-জলে ;
জ্বলন্ত চিতায় করি আরোহণ
স্বামীর সঙ্গিনী ছিল সে কালে।

সেই দেব-বংশে জনম মোদের,
অসাধ্য সাধিব দেশের লাগি ;
মৃদু নারীদেহ পাষাণে বাঁধিব,
বিদ্যুত চমকি উঠিবে জাগি !

মোটা দেশীবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া,
কাঙ্গালিনী বেশে করিব পণ ;
লুপ্তকীর্ত্তি মা'র করিতে উদ্ধার,
সঁপিব সকলে পরাণ মন।

নব অনুরাগে এস তবে বোন,
প্রতিজ্ঞা করিব সকলে আজ ;
ছুঁইব না আর বিলাতী বিলাস,
পরিব না আর বিলাতী সাজ।

এলোকেশী বেশে, যাবো দেশে দেশে,
ধর্ম্মের কৃপাণ করিয়া সাথ ;
নবীন তপস্যা, নবীন আশায়,
মাতিয়া থাকিব দিবস রাত !
(অপরিজ্ঞাত)

বান

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।
ওরে রে, ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই ডাক্ দে আজি ;
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।
দিনে দিনে বাড়্‌ল দেনা,
ও ভাই, কর্‌লি নে বেচা কেনা,
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন ক'রে,—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশার-স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা ;
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে,
পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,

মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা !

—শ্রীমতী কামিনী রায়

শঙ্করা—কাওয়ালী

চল্ রে চল সবে ভারত-সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান !
বীর দর্পে পৌরুষ গর্ব্বে,
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশেরি কল্যাণ
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন ?
উঠ জাগো সবে বল মা গো,
তব পদে সঁপিনু পরাণ !
এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।

দেশ দেশান্তে যাও রে আন্‌তে,
নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো,
উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন,
না করি দৃক্‌পাত ;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল,
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশীর্ব্বাণী

লভি' অক্ষয় আয়ু
মুঠায় আঁকড়ি' ধর এ ধরণী,
আকাশে বাড়াও বাহু।

ধাও উদ্দাম গতি,
ঝঞ্ঝার মত ধাও আনন্দে
নীল অম্বুধি মথি।

শুভ্র পক্ষ মেলি'
বাড়ব কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়
দুর্যোগ অবহেলি'।

লোহার নিগড় ছিঁড়ে
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে।

বর্শা শানায়ে নিয়ে
অশ্বের খুরে আগুন ছুটাও
পাহাড়ের পাশ দিয়ে।

এস গো দুঃসাহসি,
ললাট হইতে উঠাও সবলে
দুর্ভাবনার মসী।

উত্তাল গিরি-চূড়া
ভীম বিক্রমে দৃঢ় পদাঘাতে
স-দর্পে কর গুঁড়া।

ধাও অবারিত গতি,
সুনীল আকাশ মুক্ত বাতাস
সতেজ স্বাধীন মতি।

কখন উঠ্‌বে হাওয়া—
মিথ্যে আশায় পথ চেয়ে থাকা
আকাশের পানে চাওয়া।

কার কাছে হাত পাত'
করুণা করিতে কেহ নাই হেথা
কাহারে সাধিছ, ভ্রাতঃ?

সাধিতে হইবে মন্ত্র
গ্রাহ্য ক'রো না গুরু-গঞ্জনা
বৈরীর ষড়যন্ত্র।

আজি যৌবন প্রভাতে
উর্জ্জস্বল পৌরুষভরে
সত্যসন্ধ শোভাতে।

কর কর দ্বার মুক্ত,
ন্যায়ের দণ্ড প্রোথিত করিয়া
হও ভাই জয়যুক্ত!

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহাগ

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
তত‌ই বাঁধন টুট্‌বে—
মোদের তত‌ই বাঁধন টুট্‌বে।
ওদের যত‌ই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে—
তত‌ই মোদের আঁখি ফুট্‌বে।
আজ্‌কে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় ত নাই;
এখন ওরা যত‌ই গর্জ্জাবে ভাই,
তন্দ্রা তত‌ই ছুট্‌বে—
মোদের তন্দ্রা তত‌ই ছুট্‌বে।
ওরা ভাংতে যত‌ই চাবে জোরে,
গড়্‌বে তত‌ই দ্বিগুণ ক'রে;
ওরা যত‌ই রাগে মার্‌বে রে ঘা
তত‌ই যে ঢেউ উঠ্‌বে।
ওরে তত‌ই যে ঢেউ উঠ্‌বে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস্ কভু,
জেগে আছেন জগৎ-প্রভু;

ওরা ধর্ম্ম যত দল্‌বে, ততই
ধূলায় ধ্বজা লুঠ্‌বে—
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুঠ্‌বে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহ্বান সঙ্গীত

উঠ্‌ রে উঠ্‌ রে উঠ্‌ রে তোরা
হিন্দু মুসলমান সকলে, ভাই!
বাজিছে বিষাণ, উড়িছে নিশান
আয় রে সকলে ছুটিয়া যাই।

হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান,
কে আছ কোথায় বঙ্গের সন্তান!
আট কোটি প্রাণ, হয়ে আগুয়ান,
জননী তোদের ডাকিছে, ভাই!

দেখ্‌ রে দেখ্‌ রে যায় রসাতল,
জাতীয় উন্নতি বাঙ্গালীর বল;
(যদি) রাজদ্বারে আর নাহি প্রতিকার,
আপনার পায়ে দাঁড়া রে, ভাই!

নগরে নগরে জ্বাল্ রে আগুন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ;
বিদেশী বাণিজ্যে কর্ পদাঘাত—
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচা রে, ভাই !

আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
অই ডাকিছেন সাজ্ রে সাজ ;
স্বদেশী-সংগ্রামে চাহে আত্মদান—
'বন্দে মাতরম্' গাও রে, ভাই।
—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আয়, আজি আয়, মরিবি কে

পিশিতে অস্থি শোষিতে রুধির,
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর।
থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র
প্রেত ভয়ে, ছি ছি, ডরিবি কে ?
মড়ার মতন না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে !

অসুর নিধনে কিসের তরাস ?
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস্ ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ
বিষম বিপদ বরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
বীরের মতন মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে !

উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান,
ছুটিছে ঊর্ম্মি পরশি বিমান ;
সাহসেতে ভর করি সে সাগর,
হাসি মুখে তোরা তরিবি কে ?
হউক ভগ্ন, জলধি-মগ্ন,
তবু তরী বাহি মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?

চরণের তলে দলি রিপুগণ,
লভিত নির্ব্বাণে অমর জীবন,—
তা'দেরি অংশে তা'দেরই বংশে
জনম ; সে কথা স্মরিবি কে ?

লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব পুণ্য,
আর্য্যের মত মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?

চন্দন মাখা হাতে দেববালা
নন্দন ফুলে গাঁথি জয়মালা
তোমারে নিরখি রয়েছে অপেখি ;
সে বিজয়মালা পরিবি কে ?
মাতি সৌরভে যশে গৌরবে
অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

পূজার লগ্ন

এখন আর দেরী নয়, ধর্‌গো তোরা
হাতে হাতে ধর্‌গো !
আজ আপন পথে ফির্‌তে হবে,
সাম্‌নে মিলন-স্বর্গ !

ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে,
খুল্‌ল দুয়ার মন্দিরে যে,
লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই—
কোথায় পূজার অর্ঘ্য !

এখন যার যা কিছু আছে ঘরে,
আন্ আপনার থালা ভ'রে,
আন্ আরতির প্রদীপ জ্বেলে—
আন্ রে বলির খড়্গ !

আজ নিতেও হ'বে, দিতেও হ'বে,
দেরী কেন করিস্ তবে,
বাঁচ্‌তে যদি হয় বেঁচে নে—
মর্‌তে হয় ত মর্‌গো !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামপ্রসাদী সুর

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে !
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে !

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে !
গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে' রাখে !
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বেদন জানে না কে !
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কতদিনের সাধন-ফলে,
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাম্বাজ—একতালা

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়;
টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন!
তা হ'লে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়!

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাখী-সঙ্গীত

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান ॥

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান ॥

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান ॥”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাখী-সঙ্গীত

কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে—
ভারত-জননী জাগিল !
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
ঊষার কপোলে জ্বলিল !

মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কি বা জ্যোতি জ্বলে উজ্জল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল !
ভারত-জননী জাগিল !

পূরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্‌মাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;

প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে দেছে হৃদি হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।

প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে,
গাহিল সকলে মধুর কাকলে,
গাহিল "বন্দে মাতরম্ ;
সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং,
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।”

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত-জগত মাতিল।
আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে,
মায়েরে বসায়ে হৃদি সিংহাসনে,
চরণ যুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল।

পূরব বাঙ্গালা, অউধ, বিহার.
দূর কচ্ছদেশ, হিমাদ্রির ধার,
তৈলঙ্গ, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী ভাই
মা ব'লে ভারতে ডাকিল।

যোগনিদ্রা শেষ জননীর তায়,
হাসি মৃদু হাস নয়ন মেলায়,
নবীন কিরীট নব শোভাময়
যেন জ্যোৎস্নারাশি ভাতিল ;
ভারত-জননী জাগিল !

গাও রে যমুনে ভাসায়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথী ডাকি ঘনে ঘনে,
সিন্ধু গোদাবরী গোমতীর সনে
ভুবন জাগায়ে গাও রে ;
যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের
ভারত-জননী জাগে রে !

আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত-সন্তান নহে শুষ্ক হাড়,
দ্রাবিড়, পাঞ্জাব, অউধ, বিহার,
এক ডোরে আজ মিলিল ;

ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহ্বল
চাহিছে মায়ের বদনমণ্ডল,
দেখ্ রে মুহূর্ত্তে ভারত-কঙ্কাল
জীবনের স্রোতে ভরিল !

আজি শুভক্ষণে ভারত উত্থান,
এ দেউটী কভু হবে কি নির্ব্বাণ ?
হে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান,
হের, দেখ নিশি পোহাল ;

শত হৃদি বাঁধা একই লহরে,
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে,
হিমগিরি আজি মিলিল ;—
ভারত-জননী জাগিল !

দেখ্ রে কি বা সে উজল নয়ন,
উৎসাহ-ভাসিত মানব ক'জন,
দৈববাণী যেন করিয়ে শ্রবণ,
জীবনের ব্রতে নামিল।

জয় জয় জয় বল রে সবাই,
পূরবী, পাঞ্জাবী আজি ভাই ভাই,
সম তৃষানলে আশা পথে চাই'
একতার হার পরিল ;

ধন্য রে 'বৃটন' ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ যুগান্তের অমানিশি ঘোর,

তোরি গুণে আজ্ হ'ল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন
এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল !

হবে কি সে দিন হবে কি রে ফিরে,
বিশ কোটি প্রাণী জাগি' ধীরে ধীরে,
হয়ে এক প্রাণ, ধ'রে একতান,
ভারতে আপনা চিনিবে ;

বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা,
ভারত-সন্তান জানিয়ে আপনা,
চিনিবে স্বজাতি—স্বজাতি-কামনা,
আপনার পর জানিবে !

আর কেন ভয়—হের তেজোময়,
ভারত-আকাশে নব সূর্য্যোদয়,
নবীন কিরণ ঢালিল ;
ভারতের চির ঘোর অমানিশি
তরুণ কিরণে ডুবিল !

গাও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথী ডাকি স্বনে স্বনে,
গাও রে, যামিনী পোহাল ;

সবে ব'ল জয়, ভারতের জয়,
ভারত-জননী জাগিল !

যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর,
কে নহে রে আজ রোমাঞ্চ শরীর,
কার না নয়ন তিতে রে ?
সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পথে যত রে জঞ্জাল,
আজি তার ফল ফলে রে !

জীবন সার্থক আজি রে আমার,
এ 'রাখি'-বন্ধন ভারত-মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ,
পূরাবার তরে চলিল ।—

যে নীরদ উঠি 'রিপণ'-মিলনে,
শুষ্ক তরু-ডালে সলিল সিঞ্চনে,
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে,
সে আশা আজি রে ফুটিল ;
জয় ভারতের, ভারতের জয়,
গাও সবে আজ প্রমত্ত হৃদয়
ভারত-জননী জাগিল !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝিঁঝিট্—একতালা

আপন মায়েরে চিনেছি এবার,
লভেছি বিরাম স্থান জুড়াবার,
"মা" বলে ডাকিতে হৃদয়ের দ্বার
চকিতে গিয়াছে খুলিয়া ;
দূরে গেছে ভয় ভাবনা দীনতা,
ঘুচে গেছে লাজ দারুণ হীনতা,
প্রাণের আবেগে দেহের ক্ষীণতা
গিয়াছি সকলে ভুলিয়া।
আপনার দেশে, আপনার ঘরে,
পরবাসী হ'য়ে সঙ্কোচের ভরে,
ছিনু এতকাল মরমেতে ম'রে
সুদিন এবার এসেছে ;
ভেদাভেদ আজ ভুলেছি সকলে,
জুটিয়াছি সবে দলে দলে দলে—
অচেনা ভা'য়েরে সবে ভাই ব'লে
প্রাণে প্রাণে ভাল বেসেছে।
লভেছি জনম কোন্ মহাকুলে,
এতকাল মোরা গিয়াছিনু ভুলে,
উৎসাহে উল্লাসে তাই মাথা তুলে
দাড়াতে ছিল না শকতি ;

এক সূত্রে আজি বাঁধা শত প্রাণ,
শত বলে মোরা আজি বলীয়ান,
হৃদয়ের তেজে স্ফুরিত নয়ান
"মা" নামে গভীর ভকতি ।
পরের গরবে গর্ব্বিত যে যত,
ছিল এতদিন, তা'রি মাথা তত,
লাজে অপমানে আজি অবনত
সন্তাপে হৃদয় দহিছে ;
উদ্দীপিত প্রাণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়,
চিনেছে সে আজ আপনার মায়,
সঁপিয়া হৃদয় জননীর পায়
অত্যাচার শত সহিছে ।
ভস্মাকার যত তুষের আগুন,
ধক্ ধক্ আজ জ্বলিছে দ্বিগুণ,
যাদুকর যেন করিয়াছে গুণ
প্রাণে প্রাণে এক করিয়া ;
কেটে গেছে মোহ, নাহি অবসাদ,
গগনে ধ্বনিছে শুভ-শঙ্খনাদ,
শতধারে আজি দেব-আশীর্ব্বাদ
মস্তকে পড়িছে ঝরিয়া !

(অপরিজ্ঞাত)

বেহাগ

আগে চল্ আগে চল্, ভাই,
পড়ে' থাকা পিছে,   মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কি বা ফল, ভাই ?
আগে চল্ আগে চল্, ভাই !

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে'   পাঁজি পুথি ধরে'
সময় কোথা পাবি বল, ভাই ?
আগে চল্ আগে চল্, ভাই !

অতীতের স্মৃতি,   তারি স্বপ্ন নিতি'
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন !
দুঃখ আছে কত,   বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই !
আগে চল্ আগে চল্, ভাই !

দেখ যাত্রী যায়, জয়গান গায়,
রাজপথে গলাগলি।
এ আনন্দ-স্বরে, কে রয়েছে ঘরে,
কোণে ক'রে দলাদলি ?

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব-হৃদয়,
যারা বসে' আছে, তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল, ভাই !
আগে চল্ আগে চল্, ভাই !

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে ক'রে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন,
মিছে নয়নের জল, ভাই !
আগে চল্ আগে চল্, ভাই !

চির দিন আছি, ভিখারীর মত,
জগতের পথ-পাশে ;
যারা চলে' যায় কৃপা-চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।

ধূলি-শয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই !
আগে চল্ আগে চল্, ভাই !,

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাম্বির—তালফের্‌তা

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !
কে আছ জাগিয়া, পূরবে চাহিয়া,
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রামগনে
দেখ তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী—
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকুলকূজনে।

হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।
চল যাই কাজে মানব-সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে!
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায়!
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ-স্বপন প্রায়!
ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে!
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

শিবাজী উৎসব উপলক্ষে

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে—
হে রাজা শিবাজী,

তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি'—
"একধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

সে দিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ।
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী'
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

তারপরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা!
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সে দিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা।

তারপরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশিতে
দিল্লীরাজশালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা !
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন !
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে ;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে !

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি.
কোথা তব নাম।
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম !

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে!

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ,
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী!
যাহ মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী?
যে তপস্যা সত্য, তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি!

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মীর পূ
সে সত্যসাধন—
কে জানিত হ'য়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন।

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগি,
গিরিদরীতলে,
— বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদরিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে—
সেইমতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা !

সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি !
বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি ?
তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার,
প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার ?

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে !

যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে !

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে,
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে !
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে,
সেই তব কাজ !

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর;—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর !
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি'
করিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি,
বাঙালীর প্রাণ !

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে।
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত !

মারাঠার প্রান্ত হ'তে একদিন তুমি ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে !
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে,
সে ঘোর দুর্য্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছে অমরমূরতি,—
সমুন্নত ভালে;
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনো কালে !

তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি, চিনেছি হে রাজন,
তুমি মহারাজ !
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ !

সে দিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' ল'ব !
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব !
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী' বসন
দরিদ্রের বল !
"একধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল !

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল
"জয়তু শিবাজি !"
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি !
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে,
সম্ভোগ করুক্ আজি এক যজ্ঞে একটি গৌরব,
এক পুণ্যনামে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BANDE MATARAM

Mother, hail !

Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,
Mother, hail !

Thou of the shivering-joyous moon-blanched night,
Thou with fair groups of flowering tree-clumps bright,
Sweetly smiling,
Speech-beguiling
Pouring bliss and blessing ;
Mother, hail !

Though now seventy million voices through thy mouth sonorous shout,
Though twice seventy million hands hold thy trenchant sword-blades out,
Yet with all this power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might,
I salute thee, saviour bright,
Thou who dost all foes affright,
Mother, hail !

Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart,
And the life-breath in our bodies.
Thou as strength in arms of men,
Thou as faith in hearts dost reign,
And the form from fane to fane
Thine, O Goddess !

For, thou hast the ten-armed Durga's power,
Riches thrones thee in her lotus-bower,
Wisdom thee with deity doth dower,
Mother, hail !

Lotus-throned one, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and waters bless,
Mother, hail !

Hail, thou verdant, unbeguiling,
Hail, O decked one, sweetly smiling,
Ever bearing
Ever rearing,
Mother, hail !

সূচী

অতীত-গৌরব বাহিনি ৩৪
অয়ি ভুবন মনো মোহিনি ২
অয়ি সুজলা সুফলা ২৫
অরুণ উদিল জাগিল অবনী ১২১
আকাশ পরশী গিরি ৮৮
আগে চল্ আগে চল্ ভাই ১৭৭
আজি কি তোমার মধুর মূরতি ২১
আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে ৫৮
আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে ৩
আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে ১৭৯
আপন মায়েরে চিনেছি এবার ১৭৫
আপনি অবশ হ'লি ১৩৬
আবৃত নভ নিবিড় ঘনে ১৩১
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ১৬৫
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না ৯৮
আমার সোনার বাংলা ৮
আমি ভয় করব না ভয় করব না ১৫১
আর্য্য ! আজি এ ভারতে ১০০
আয় আজি আয় মরিবি কে ১৬২
আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মিলি ৮৯
ইন্দ্রের অমরাবতী ৬১
উঠ গো ভারত-লক্ষ্মি ৫৬
উঠ্‌রে উঠ্‌রে উঠ্‌রে তোরা ১৬১
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক ১০৮

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটী মন	...	...	১৬৭
এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি	...	...	৮৪
এখন আর দেরী নয় ধরগো তোরা	...	...	১৬৪
এতদিনে—এতদিনে বুঝেছে বাঙ্গালি	...	...	১৪৫
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে	...	...	১৫৯
ও আমার দেশের মাটি	...	...	১৭
ওই শোন ওই শোন	...	..	১৩০
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে	...	..	১৬০
ওরে অক্ষম ওরে দুর্ব্বল	...	...	১২৬
ওরে ক্ষ্যাপা যদি প্রাণ দিতে চাস্	...	..	১৩৯
কত কাল পরে বল ভারত রে	...	...	৬২
কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে	..	...	১৬৮
কে এসে যায় ফিরে ফিরে	...	...	৭২
কে কি আনিয়াছ বল গো ভগিনী	..	...	১৫২
কেন চেয়ে আছ গো মা	...	..	৭৪
কোন্ দেশেতে তরুলতা	...	..	৪৩
গভীর রজনী ডুবেছে ধরণী	...	...	১১৬
ঘুচাতে তোমার দৈন্য আজি মা	...	...	৫১
চল্‌রে চল্ সবে ভারত-সন্তান	...	...	১৫৬
জননীর দ্বারে আজি ওই	...	..	৪৯
জয় জয় জনম-ভূমি জননি	...	..	৪৮
জাগো জাগো ভারত-মাতা	..	...	৫৭
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল	...	...	১৪২
(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ	..	...	৯৯

তাই ভাল, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত		...	১৩৫
তুই মা মোদের জগত-আলো	...	...	১০
তুমি ত মা সেই, তুমি ত মা সেই	...	...	১১
তুমি যদি হ'তে বার্থ মরভূ উষর	...	...	৫০
তোমার বন্দিনী মূর্ত্তি ফুটিল যখন	...	...	৫৩
তোমারি তরে মা সপিনু দেহ	...	...	৬০
তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে	...	...	১২৮
তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন	...	...	১৫৫
দিনের দিন সবে দীন	...	...	৮৬
নব বৎসরে করিলাম পণ	...	...	৪৬
নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী	...	...	৭
নমো নমঃ জননি	...	...	১৪
না জাগিলে সব ভারত-ললনা	...	...	১২৫
নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা	...	...	৭৫
নিশিদিন ভরসা রাখিস্‌	...	...	১৫৭
নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা	...	...	৭৩
পূর্ব্ব-সহচরি রোম সে আমার	...	...	১১৪
বন্দি তোমায় ভারত জননি	...	...	৬
বন্দে মাতরম্‌	...	...	১
বাজ্‌রে গম্ভীরে বীণা একবার	...	...	১১০
বাংলার মাটি বাংলার জল	...	...	১৬৭
বারেক এখনও কিরে দেখিবি না চাহিয়া		...	১০৫
বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি এমন শক্তিমান		...	১৫০
ভারতবর্ষের মানচিত্র	...	...	৫৬